POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা। (তওবা: ৭২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 21

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 23 May, 2024 5 জুল কাআদা 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

অসুস্থ ব্যক্তি বাহনে পড়ে তোয়াফ করবে।

১৬৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্ তোয়াফ করছিলেন আর তিনি উটের উপর আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) যখন হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) -এর সামনে আসতেন, তখন তিনি নিজের হাতে থাকা একটি বস্তু দ্বারা সেটির দিকে ইঙ্গিত করতেন আর আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতেন।

১৬৩৩) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে নিজের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন, উটে চেপে লোকেদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করলাম আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্‌র এক পাশে নামায পড়ছিলেন। তিনি সূরা 'ওয়াততুরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর' তিলাওয়াত করছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন:১৬৩২ নম্বর হাদীসে অসুস্থতার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু আবু দাউদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেখানে এই শব্দ রয়েছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ
يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ অবস্থায় মক্কা আসেন। তাই তিনি উটে চড়ে তওয়াফ করেন। দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে আসা কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত তার জন্য সহজসাধ্যতা রেখেছে, তাকে হজ্জের পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় নি। এমন ব্যক্তি বাহনে চড়ে তওয়াফ করতে পারে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

এমন সময়ে আমাদের জামাতের সদস্যদের সেইরূপ ধৈর্য ধারণ করা উচিত, যেমনটি আমাদের নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ পবিত্র মক্কায় ধৈর্য ধারণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আল্লাহর কৃপা ছদ্মবেশে পরীক্ষা হিসেবে অবতীর্ণ হয়

শেখ রহমাতুল্লাহ্ সাহেবের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট পত্র পৌঁছয় যাতে তিনি এক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন যার সম্মুখীন তিনি নিজে হয়েছেন। পত্রের জবাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)লেখেন-

"আমি এই পরীক্ষায় তার জন্য অনেক দোয়া করি। এতে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি। বস্তুত পরীক্ষা অনেক বড় কৃপার কারণ হয়। কেননা একদিকে খোদার প্রতি মানুষের বশ্যতা যা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে পরিচিত তা অস্থির হয়ে ওঠে এবং সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল সেই প্রকৃত কারক (খোদা)এর প্রতি মনোযোগী হয়। আর অপরদিকে ঈশ্বরত্ব (উলুহিয়াত) তাকে স্বান্তনা দান করতে স্বীয় বিপুল অনুগ্রহরাজির সহিত অগ্রসর হয়। আমি সব সময় এই রীতি আম্বিয়া (আ.) এবং খোদার রীতির মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, এই সম্মানিত জামাতের পরীক্ষার সময় আপন খোদার কৃপা ও অনুগ্রহরাজি যেভাবে উদ্বেলিত হয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে সেই অবস্থা হয় না। "

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) যোহরের নামাযের পূর্বে এক অসাধারণ বক্তব্য প্রদান করলেন। তিনি মৌলানা আব্দুল করীম সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন:

"যা কিছু হচ্ছে তা খোদার অভিপ্রায় অনুসারেই হচ্ছে। সেই সকল নিদর্শনের সত্যতার উপর তাদের নিজের হাতে মোহর লাগিয়ে দেওয়া জরুরী ছিল, যাতে লেখা আছে যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর সময় বিশাল হৈচৈ হবে এবং তাকে পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। সেই সময় আমাদের জামাতের সদস্যদের সেইরূপ ধৈর্য ধারণ করা উচিত, যেমনটি আমাদের নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ পবিত্র মক্কায় ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাদের দ্বারা এমন কোন কার্য সম্পাদিত হয় নি যা তাদেরকে প্রশাসকদের দৃষ্টি অপরাধী সাব্যস্ত করত। সেই সময় অমুক ব্যক্তি আমাদের সাহায্য করবে বলে কারো উপর ভরসা করো না। স্মরণ রাখবে, খোদা তা'লা ছাড়া কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। " (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪-৫)

কেননা দুই হাজার বছর পুবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আদেশ দেন যে, আমার এই ঘরকে পরিস্কার কর, এখানে আমার সেই নবীর আগমণ হবে যার জ্যোতিতে সারা পৃথিবী আলোকিত হবে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জ এর ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

স্মরণ রেখো, আমরা ইব্রাহিমের যুগে এই গৃহের নির্মাণ শুরু করেছি। এবং সেই শিক্ষা দ্বারা শুরু করেছি যে, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা শিরক করবে না এবং মুসাফির এবং এই গৃহের নিকট বসবাসকারী এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্য এই গৃহকে পবিত্র কর।

এই আয়াতগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর নিকট যে কুরবানী চেয়েছিলেন এবং যে নির্দেশের অধীনে হযরত ইব্রাহিম (আ.) আপন পুত্র হযরত ইসমাঈলকে এক জনমানবশূন্য মরুভূমিতে ত্যাগ করে এসেছিলেন, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি আগামীতে বায়তুল্লাহ্‌র হিফাযত করবেন এবং ইব্রাহিমের ধর্মের সেবা করবেন। এবং তাঁর মধ্য দিয়ে সেই সন্তানের জন্ম হবে যার হাতে খোদা তা'লা স্বীয় ধর্মের শেষ যুগ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। বস্তুত হযরত ইসমাঈল (আ.) কে যেদিন বায়তুল্লাহ্‌র নিকট রেখে যাওয়া হয়, সেই দিন রসুলুল্লাহ্ (সা.()-এর আগমণের ঘোষণা করা হয়। কেননা বায়তুল্লাহ্ রসুল করীম (সা.)-এর যুগেই আল্লাহ্ তা'লার যিকর এর শেষ ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। আর এর প্রস্তুতি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগেই শুরু করা হয়েছিল। পৃথিবীতে যখনই কোন বড় কাজ হতে শুরু করে এর জন্য অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করা হয়। রসুল করীম (সা.) যেহেতু মক্কায় আবির্ভুত হবেন বলে নির্ধারিত ছিল, সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে দুই হাজার বছর পূর্বেই হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রস্তুতি শুরু করেন। এটি এক বিরাট মর্যাদা যা রসুলুল্লাহ্ (সা.) অর্জন করেছেন, কেননা দুই হাজার বছর পুবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আদেশ দেন যে, আমার এই ঘরকে পরিস্কার কর ,এখানে আমার সেই নবীর আগমণ হবে যার জ্যোতিতে সারা পৃথিবী আলোকিত হবে। যেমনটি তিনি বলেন-

طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

আমার এই ঘরকে সেই সব মানুষদের জন্য প্রস্তুত কর যারা তওয়াফ করার জন্য এখানে আসবে। যারা কিয়াম করার জন্য এখানে আসবে আর যারা এখানে এসে রুকু ও সিজদা করবে। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগে এবং তার পরে কত জনই বা এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসত। তোয়াফ তো লোকে এমনিতেও করত, কিন্তু কতজন মানুষ সেখানে এসে

এরপর ৭ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান

মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদাবনত হয়।

ইহজগতে আমাদের অভিজ্ঞতা, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে নিমজ্জিত তারা সাধারণত আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এই কারণেই পশ্চিমা দেশগুলিতে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। কেননা তারা মনে করে, তারা যা কিছু করছে তা নিজেদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জোরে করছে।

দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায়নীতি অনুসরণ করা জরুরী, বা বলা ভাল পরিপূর্ণ ন্যায়ের প্রয়োজন।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গত ১৭ শে ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন (ইউ.কে)-এর সদস্যদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড স্থিত) এম.টি.এ স্টুডিওতে বিরজমান ছিলেন, অপরদিকে ১৫০ জন নারী ও পুরুষ সদস্য বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাক্ষাতকালে সদস্যদের পক্ষ থেকে করা প্রশ্ন ও হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত উত্তরগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একজন সদস্যা বলেন- কুরআন করীমের সূরা তাগাবুন -এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন-'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কতক তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও। আমার প্রশ্ন হল, এখানে কেন স্ত্রী সন্তানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীর উল্লেখ করা হয় নি কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসলে এখানে কুরআন করীমে 'আজওয়াজুকুম ও আওলাদুকুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আজওয়াজ বলতে কেবল স্ত্রীদেরকে বোঝায় না। আমার মতে আজওয়াজ এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই। স্বামী সৎ না হলে স্ত্রীদের সতর্ক থাকা উচিত, তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরোধি কি না তা জানার চেষ্টা করা উচিত। এটা আমার দৃষ্টি ভঙ্গি। (যদিও) এর অনুবাদ করা হয়েছে স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু আরবীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ জীবনসঙ্গী। আর জীবনসঙ্গী উভয়েই হতে পারে। আমরা কেন এখানে স্ত্রী শব্দ ব্যবহার করি তা জানার চেষ্টা করলে আমি জানতে পারি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এরও একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, অর্থাৎ জীবনসঙ্গী। তিনি উর্দুতে এর অনুবাদ করেছেন 'আজওয়াজ', স্ত্রী নয়। এইরূপে এর অনুবাদ দাঁড়ায় তোমাদের জীবনসঙ্গী এবং সন্তান-সন্ততি। তাই আপনি যদি জীবনসঙ্গী (Spouse) শব্দ ব্যবহার করেন তবে কোন প্রশ্নই থাকে না। অতএব, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। অনেক সময় স্বামীরা আপনাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, যদি তারা ইসলাম আহমদীদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমল করার বিষয়ে বলে। অনেক সময় পুরুষদের উপর কিছু কিছু মহিলার বেশি প্রভাব থাকে, এর বিপরীতে অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন স্ত্রীর উপর পুরুষদেরও বেশি প্রভাব থাকে। তাই আমি মনে করি, যিনি এই আয়াতের অনুবাদ করছিলেন, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেযুগে মহিলারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অতটা ওয়াকিবহাল ছিল না। কিন্তু এখন আপনারা শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। আপনারা কুরআনের অনুবাদ জানেন, কুরআন পড়তে পারেন। আপনারা এখন ইসলাম আহমদীয়াতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন, আপনাদের কাছে তথ্য ও জ্ঞান আছে। অনেক সময় আমাদের মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি শিক্ষিত হয়। এখানে এই প্রেক্ষাপটে এটা বলা যেতে পারে যে, নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের বিষয়ে সতর্ক থাক।

আরও এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন, সংকটকালে মানুষের আত্মীয় স্বজন ও নিকটজনেরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে, তারা চাকরি হারা হয়েছেন, বা কাজ পরিবর্তন করতে হয়েছে, উপার্জনের পার্থক্য এসেছে। এমতাবস্থায় মানুষ কিভাবে আল্লাহ্‌ তা'লার উপর আস্থা রাখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন আপনার কাছে বেশি কাজ থাকে আর আপনি জাগতিক কর্মকাণ্ডে মগ্ন থাকেন, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন সাধারণত দেখা যায় যে মানুষ নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দেয় না। আমি তো এটাকে উল্টো দিক থেকে দেখি যে, মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদাবনত হয়। অতএব, এখনই সেই সময় যখন কি না আপনাকে আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিজেদের নামায যথাক সময়ে পড়ুন এবং আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট দোয়া করুন যে, তিনি যেন সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্যাবলী দুর করে দেন আর আপনি সেই কঠিন সময় পেরিয়ে আসতে সফল হন। তাই আমার মতে আপনাকে আরও বেশি অবিচলতা প্রদর্শন করা উচিত। আপনার কাছে যখন ভাল চাকরি থাকে, আপনার উপার্জন ভাল হয়, জাগতিক কাজকর্মে বেশি ব্যস্ততা থাকে, তখন সচরাচর আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ ভুলে যায় যে, খোদা কে আর কখন ইবাদত করা উচিত। মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যায়। দেখুন, ইহজগতে আমাদের অভিজ্ঞতা, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে নিমজ্জিত তারা সাধারণত আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এই কারণেই পশ্চিমা দেশগুলিতে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। কেননা তারা মনে করে, তারা যা কিছু করছে তা নিজেদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জোরে করছে। আমরা সাধারণত এটাই দেখতে পাই যে, বস্তুবাদিরা আল্লাহ্‌ তা'লার ইবাদত করে না আর আল্লাহ্‌ তা'লার আদেশাবলী মেনে চলারও চেষ্টা করে না। বরং যারা দারিদ্র পীড়িত তারা বেশি করে আল্লাহ্‌ তা'লার দিকে মনোযোগ দেয় আর আপনি যদি এখন মনে করেন যে, আপনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আর এই অঙ্গীকারও করেন যে, যখনই আপনার অবস্থা স্বাভাবিক হবে তখন আপনি কোনওভাবেই নামাযে অনুনয় বিনয় করা ত্যাগ করবেন না। তাই এটাই সময় আল্লাহ্‌র কাছে বেশি করে কান্নাকাটি করার। আপনি যখন কোন বিপদে পড়েন, যখন আপনার সন্তান অসুস্থ হয় তকন আপনি আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে দোয়া করেন, আপনি যখন নিজে কোন সমস্যায় নিপতিত হন বা অসুস্থ হন তখন আল্লাহর কাছে নিজের আরোগ্যলাভের জন্য দোয়া করেন। তাই আমরা কিভাবে দোয়া করব আর আল্লাহ্‌ তা'লার অধিকার কিভাবে পূরণ করব তা প্রশ্ন করার পরিবর্তে এটাই সময় যখন আপনার দোয়া করা উচিত।

পুরুষদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেন যে, আফ্রিকা মহাদেশ পুনরায় একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকার নেতাদের জন্য প্রিয় হুযুর কি উপদেশ দান করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীর কোন প্রান্ত এই সব থেকে মুক্ত। কেবল আফ্রিকাই নয়, আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই একই জিনিস দেখতে পাই। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপের পরিস্থিতি আফ্রিকার চায়তে বেশি ভয়াবহ। কেননা, এই পরিস্থিতি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে পারে। আমি কয়েক বছর থেকে বলে আসছি যে, দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায় এর প্রয়োজন, বা বলা ভাল পরিপূর্ণ ন্যায়ের প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নেতৃত্ব নিজেদের কাজে জনগণের জন্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, আমরা সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারব না, এগুলো ঘটতেই থাকবে। আপনারা দেখবেন,যেখানে নেতারা সৎ, জনগণের প্রতি আন্তরিক, সেই সব দেশগুলি উন্নতি করছে বা কিছুটা হলেও উন্নতি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আফ্রিকায়, বরং এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশকে দেখতে পাই যাদের নেতারা সৎ নন। তাই আমরা দোয়া করি যে আর সেই সব নেতাদের কাছে আবেদন করি যে, তারা নিষ্ঠা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হোন এবং নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টাকে সনাক্ত করে। এবং এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন, যা কিছু তারা করছে এর জন্য ইহজগতে না হলেও পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তবেই তারা ভাল কাজ করবে। অতএব, আমাদেরকে তাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে হবে যে, একজন খোদা আছেন। আর তারা যেন এমনটা না মনে করে যে, ইহজগতই সব কিছু। বরং তারা পরকালে নিজেদের কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। আর যা কিছু দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, সেগুলো আপনাদের প্রশ্ন করা হবে। আর যদি আপনি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তবে আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাকে শাস্তি দিবেন। অতএব, এটিই একমাত্র বিষয় যা তাদের সংশোধন করতে পারে। যখনই আমি এই সব নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই, আমি সব সময় এই কথাটা বলে আসছি যে, সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে দেখছেন। আমরা যদি এই সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হই তবে ভাল, অন্যথায় এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি বা চেষ্টা করতে পারি যেন সমস্ত দেশ ও মহাদেশ প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে। যেমনটি আপনাদের সামনে করা তিলাওয়াতে শুনেছেন যে, আপনারা এক জাতি সত্তায় পরিণত হন এবং একে অপরের সঙ্গে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করুন। এবং হুকুকুল্লাহ্‌ হুকুকুল ইবাদের দাবি পূর্ণ করুন। এটিই একমাত্র সমাধান, অন্যথায় কোন প্রকার সংশোধনের আশা অবশিষ্ট নেই।

রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখন আমার উহুদের শহীদদের কথা মনে হয় তখন আমার এ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হায়! যদি আমিও আমার সঙ্গীদের সাথে গিরিপথেই থেকে যেতাম।

হুযুর! আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তাই নিশ্চিত থাকুন, আমি আমার বিপদাপদ ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি।

‘হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! যেহেতু আপনি নিরাপদ আছেন তাই এখন কারো মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার তো কেবল আপনার জীবনের প্রয়োজন ছিল। আপনি বেঁচে থাকলে অন্য কারও মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই।”

যদি উন্নতি দেখতে হয় তবে আমাদেরকেও সেই ঈমান ও ঈমানীয় আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কলেমা পাঠ করেছে, তাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উহদের যুদ্ধে সাহাবা ও সাহাবিয়াত (রা.)-এর আত্মনিবেদন এবং উহদের শহীদের সুউচ্চ মর্যাদা

ফিলিস্তীন ও বিশ্বের খারাপ হতে থাকা পরিস্থিতি এবং ইয়েমেনের বন্দীদের মুক্তির জন্য দোয়ার আহ্বান।

ফিলিস্তিন এবং (সার্বিক) বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইরানের ওপর হামলা হওয়ার ও এর ফলে যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা কৃপা করুন।

শোক সংবাদ: মাননীয় মুস্তফা আহমদ খান সাহেব, ইবনে হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং ডক্টর দাউদ আহমদ সাহেব (যুক্তরাষ্ট্র)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১২ এপ্রিল, , **২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১২ শাহাদত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,রমযানের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধাভিযান উল্লে খ করা হচ্ছিল। আর এ প্রেক্ষিতে উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলি আমি বর্ণ না করছিলাম যাতে মহানবী (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কেও বর্ণনা ছিল। আজও এ প্রেক্ষিতে বর্ণনা করব।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা’দ বিন মুআয (রা.)-র মাতা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তখন মহানবী (সা.) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর হযরত সা’দ বিন মুআয (রা.)ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। হযরত সা’দ তাকে দেখে মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! ইনি আমার মা। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে অভিনন্দন জানাও। তিনি তার জন্য নিজ ঘোড়া থামান। এক পর্যায়ে তিনি নিকটে এসে মহানবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি (সা.) তার পুত্র হযরত আমর বিন মুআয-এর শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি বলেন, আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি, এটিই যথেষ্ট; এখন আমার বিপদ ও দুঃখ দূর হয়ে গেছে।

মহানবী (সা.) উম্মে সা’দকে বলেন, হে উম্মে সা’দ! তোমার জন্য সুসংবাদ, এবং সমস্ত শহীদদের পরিবারবর্গকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের সবার নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে একে অপরের সাথি আর সবাই নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা’লার কাছে সুপারিশ করেছে। অর্থাৎ শহীদরা আল্লাহ্ তা’লার কাছে তাদের নিজেদের পরিবারবর্গে র জন্যও সুপারিশ করেছেন। হযরত উম্মে সা’দ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমরা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। আর এই সুসংবাদ লাভের পর তাদের জন্য আর কে ক্রন্দন করতে পারে? তাদের ঈমান ও আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার এটি কত না উচ্চ মর্যাদা! এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সমস্ত শহীদদের শোকসন্ত প্ত পরিবারের জন্য দোয়া করুন। অতএব তিনি (সা.) উহুদের যুদ্ধের সমস্ত শহীদের পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করে বলেন,

اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاجْبُرْ مُصِيْبَتَهُمْ، وَأَحْسِنِ الْخَلَفَ عَلٰى مَنْ خُلِّفُوْا (উ চ চ া র ণ : আল্লাহুম্মাযহাব হুযনা কুলূবিহিম, ওয়াজবুর মুসিবাতাহুম, ওয়া আহসিনিল খালাফা আলা মান খু ল্লিফূ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তাদের হৃদয় থেকে দুঃখ ও কষ্টকে দূর করে দাও। তাদের বিপদাপদ দূর করে দাও। আর শহীদদের স্থলাভিষিক্ত যারা হয়েছে-তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দাও। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মদীনাবাসীর আত্মনিবেদনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন মদীনার নারী ও শিশুরা স্বাগত জানানোর জন্য শহর থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে। মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগা ম একজন পুরাতন ও সাহসী আনসারী সাহাবী সা’দ বিন মুআয ধরে রেখেছিলেন। তিনি সগৌরবে সম্মুখে হাঁটছিলেন। শহরের কাছাকাছি (এসে) তিনি তার বৃদ্ধা মাকে দেখতে পান, যার দৃষ্টিশক্তি দু র্বল হয়ে পড়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তার এক পুত্রও নিহত হয়েছিল। এই বৃদ্ধার চোখে ছানি পড়ছিল আর তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সে নারীদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় আর এদিক সেদিক তাকাতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, মহানবী (সা.) কোথায় আছেন। সা’দ বিন মুআয (রা.) ভাবেন, আমার মা তার পুত্রের শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলে মানসিকভাবে ধাক্কা খাবেন। তাই তিনি চাইলেন মহানবী (সা.) যেন তার মনোবল বৃদ্ধি করেন ও সান্ত্বনা দেন। এ কারণে তার দৃষ্টি তার মায়ের ওপর পড়তেই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমার মা, আমার মা। অর্থাৎ দুইবার বলেন যে, আমার মা আসছেন। তিনি (সা.) সেখানে থেমে বলেন, হে ভদ্রমহিলা! আমি দুঃখিত যে, তোমার এক পুত্র এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে। সেই বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। তাই তিনি তাঁর (সা.) চেহারা দেখতে পান নি। তিনি এদিক সেদিক তাকাতে

থাকেন। অবশেষে তার দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় স্থির হয়ে যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তাই আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আমি বিপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি (বা বিপদকে জয় করেছি)।

এখন দেখো! সেই মহিলা, বৃদ্ধ বয়সে যার অবলম্বনটি হারিয়ে গিয়েছিল, কত বীরত্বের সাথে বলছে যে, আমার পুত্রশোক আমাকে কী মারবে! মহানবী (সা.) যেহেতু জীবিত আছেন তাই আমি এই শোককে ভুনা করে খেয়ে ফেলব অর্থাৎ আমি শোককে পরাভূত করব। আমার পুত্রের মৃত্যু আমাকে মারার কারণ হবে না; বরং এই ধারণা আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে যে, মহানবী (সা.) জীবিত আছেন আর তাঁর (সা.) সুরক্ষার্থে আমার পুত্র নিজ প্রাণ দিয়েছে।” (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪৪১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অনুরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আহমদী নারীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে ধর্মের জন্য সেই একই আবেগ-উচ্ছ্বাস আছে কি? অতঃপর এই ঘটনা বর্ণনা করে আহমদী নারীদের সম্বোধন করে তবলীগের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এরাই ছিল সেসব নারী যারা ইসলামের প্রচার ও তবলীগের ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলত। আর এরাই ছিল সেসব নারী যাদের ত্যাগে ইসলামী বিশ্ব গর্ব করত। তোমাদেরও দাবি হলো, অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্যকারী নারী রয়েছে, এটি তোমাদেরও দাবি যে, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেনমহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়া। ভিন্নভাবে বলা যায়, তোমরা হলে সাহাবীয়াদের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে বলো যে, তোমাদের মাঝে কি ধর্মের জন্য একই আবেগ-উচ্ছ্বাস আছে যা সাহাবীয়াদের মাঝে ছিল? তোমাদের মাঝে কি সেই একই জ্যোতি বিদ্যমান যা সাহাবীয়াদের মাঝে ছিল? তোমাদের সন্তানরা কি তেমনই পুণ্যবান যেমনটি সাহাবীয়াদের ছিল? যদি তোমরা চিন্তা করো তাহলে তোমরা দেখবে, তোমরা সাহাবীয়াদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছ। অতঃপর তিনি বলেন, তাদের কুরবানিসমূহ যা তারা তাদের জীবন বাজি রেখে করেছে, আল্লাহ্ তা'লার এত পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা খুব শীঘ্র তাদেরকে সফলতা দান করেন আর অন্যান্য জাতি যে কাজ শত শতবছরেও করতে পারে নি- সাহাবী এবং সাহাবীয়াগণ তা কয়েক বছরে করে দেখিয়েছেন।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪০০-৪০১)

অতএব যদি উন্নতি দেখতে হয় তাহলে আমাদেরও সেই ঈমান সৃষ্টি করতে হবে, সেই স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করতে হবে। কিছু ঘটনার উল্লেখ যদিও পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে, যেমন এই যে ঘটনাটি আমি উল্লেখ করেছি- এটিও বিভিন্ন বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো এমন সব ঘটনা যেগুলো বার বার এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে শোনা এক অভাবনীয় আধ্যাত্মিক স্বাদ ও উদ্দীপনার জন্ম দেয়। বিশেষত যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন তখন এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনা আমাদের সামনে আসে, কেবল ঘটনা হিসেবে নয়।

এভাবেই প্রাথমিক যুগের নারীদের ঘটনাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, উহুদের প্রান্তর মদীনা থেকে আট-নয় মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনায় যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছে তখন নারীরা অঝোরে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে করতে শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যায়।বেশিরভাগ নারী পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর নিরাপদ থাকার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা সেখানেই থেমে যান। কিন্তু এক ভদ্রমহিলা উন্মাদপ্রায় হয়ে উহুদ (প্রান্তরে) গিয়ে পৌঁছেন। সেই নারীর স্বামী, ভাই এবং পিতা উহুদের (যুদ্ধে) নিহত হয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে এক পুত্রও মারা গিয়েছিল। তিনি যখন মুসলমান সৈন্যদলের কাছে পৌঁছেন তখন একজন সাহাবীর কাছে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যেহেতু সংবাদদাতা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, মহানবী (সা.)-নিরাপদ আছেন তাই তিনি সেই মহিলাকে বলেন, বোন! বড়োই আক্ষেপ যে, তোমার পিতা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। উত্তরে সেই মহিলা বলেন, তুমি তো খুবই অদ্ভুত মানুষ! আমি জিজ্ঞেস করছি, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? আর তুমি এই সংবাদ দিচ্ছ যে, তোমার পিতা নিহত হয়েছেন। তখন সেই সাহাবী বলেন, বোন! পরিতাপের বিষয় হলো, তোমার স্বামীও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তখন সেই মহিলা আবার বলেন, আমি তোমার কাছে আমার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি নি। আমি জিজ্ঞেস করছি, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? এরপর সেই সাহাবী পুন রায় তাকে বলেন, বোন! আমি দুঃখিত যে, তোমার ভাইও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সেই মহিলা আবেগের আতিশয্যে বলেন, আমি তোমার কাছে আমার ভাই সম্পর্কে জানতে চাই নি। আমি তোমার কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। তুমি আমাকে বলো যে, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যখন মানুষজন দেখল যে, নিজের পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যু নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, তিনি কেবল মহানবী (সা.) ভালো আছেন কি-না তা জানতে চাচ্ছেন, তখন তারা তার সত্যিকার আন্তরিকতা অনুধাবন করেন এবং তারা বলেন, বোন! মহানবী (সা.) ভালো আছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তিনি কোথায় (তা) আমাকে বলো; এরপর সেদিকে ছুটে যান যেখানে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর সামনে নতজানু হয়ে তাঁর পোশাকের একপ্রান্ত হাতে নিয়ে বলেন,

'হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! যেহেতু আপনি নিরাপদ আছেন তাই এখন কারো মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার তো কেবল আপনার জীবনের প্রয়োজন ছিল। আপনি বেঁচে থাকলে অন্য কারও মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই।”

তিনি (রা.) বলেন, দেখো! সেই মহিলার মহানবী (সা.)-এর প্রতি কতো গভীর ভালোবাসা ছিল। মানুষ তাকে একে একে তার পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিল, কিন্তু উত্তরে তিনি প্রত্যেকবার একথাই বলতে থাকেন যে, আমাকে বলো, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? মোটকথা, ইনিও একজন মহিলাই ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।”

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪৩৯-৪৪০)

প্রাথমিক যুগের মুসলমান নারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একথা বলেছেন। এরপর উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত এবং তাঁর প্রতি নারী-পুরুষ সাহাবীদের প্রেম-ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এ তিনি (রা.) লিখেন,

“মুসলমান বাহিনী যখন মদীনা অভিমুখে ফেরত আসছিল ততক্ষণে মহানবী (সা.)-এর শাহাদত এবং মুসলমান সৈন্যদলের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। মদীনার নারী ও শিশুরা উন্মাদের মতো উহুদ অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিল। (তাদের) অধিকাংশ পথিমধ্যেই (সঠিক) সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল ফলে তারা আর অগ্রসর হয় নি। কিন্তু বনু দীনার গোত্রের একজন নারী উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন। যখন তিনি উন্মাদপ্রায় উহুদের দিকে ছুটছিলেন(ততক্ষণে) সেই নারীর স্বামী, ভাই ও পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে (তার) এক পুত্রও শহীদ হয়েছিলেন। [পূর্বের রেওয়ায়েতেও এর উল্লেখ রয়েছে]। যখন তাকে তার পিতার নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি বলেন, আমাকে বলো, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? যেহেতু সংবাদদাতা নিশ্চিত ছিল যে, মহানবী (সা.) ভালো আছেন,তাই তিনি একে একে তার ভাই, স্বামী এবং সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি বার বার একথাই বলতে থাকেন, “مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” অর্থাৎ 'হায় হায়! মহানবী (সা.) (এ) কী করলেন?' বাহ্যত এই বাক্যটি ভুল মনে হয়। তিনি (রা.) বলেন, এই বাক্যটি ভুল মনে হয় যে, তিনি (সা.) এ কী করলেন? আর একারণেই ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এর অর্থ ছিল, মহানবী (সা.)-এর কী হয়েছে? অর্থাৎ তারা বাক্যটিকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু প্র কৃত বিষয় হলো, এই বাক্যটি ভুল নয় বরং মহিলাদের বাক্যরীতি অনুযায়ী একেবারেই সঠিক। মহিলারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তারা অনেক সময় মৃতদেরকে জীবিত জ্ঞান করে কথা বলে। যেমন, কোনো কোনো মহিলার স্বামী বা পুত্র মারা গেলে তাদের মৃত্যুতে তাদেরকে সম্বোধন করে তারা এমন কথাবার্তা বলে থাকে যে, 'আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ?' 'হে আমার পুত্র! এই বুড়ো বয়সে আমার কাছ থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিলি?' এটা বেদনার আতিশয্যে মানব স্বভাবের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে সেই মহিলারও একই অবস্থা হয়েছিল। তিনি তাঁকে মৃত মানতে প্রস্তুতই ছিলেন না, আবার এই সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব ছিল না। একারণে দুঃখের আতিশয্যে বারবার একথাই বলছিলেন, 'আরে! মহানবী (সা.) এ কী করলেন!' অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত মানুষ আমাদেরকে কেন দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন। লোকেরা যখন দেখল, নিজের পিতা, ভাই ও স্বামীর মৃত্যুতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই, তখন তারা তার সত্যিকার ভাবাবেগ অনুধাবন করতে পারে এবং তারা বলে, হে অমুকের মা! তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খোদার কৃপায় মহানবী (সা.) ভালো আছেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখাও, তিনি (সা.) কোথায় আছেন? লোকেরা বলে, সামনে এগিয়ে যাও, (তিনি) সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেই মহিলা ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পোশাকের একপ্রান্ত ধরে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমার

পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি যেহেতু ভালো আছেন তাই আর যে-ই মারা যাক– তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।' তিনি (রা.) বলেন, দেখো! যুদ্ধে পুরুষরা ঈমানের সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আর মহিলারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই দৃ ষ্টান্ত স্থাপন করেছে যার উদাহরণ এখনই আমি তুলে ধরলাম। খ্রিষ্টজগৎ মরিয়ম মগদলিনী এবং তার সঙ্গী মহিলাদের সেই সাহসিকতার জন্য উৎফুল্ল হয় যে, তারা শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে সংগোপনে প্রভাতে মসীহ্‌র কবরে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে বলছি, এসো আর আমার প্রেমাস্পদের নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের দেখো, তারা কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গ দিয়েছে এবং কোন পরিস্থিতিতে তারা একত্ববাদের পতাকা উচ্চকিত করেছে। মহানবী (সা.) শহীদদের সমাহিত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে মহিলা ও শিশুরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগাম মদীনার নেতা সা'দ বিন মু আয (রা.) ধরে রেখেছিলেন আর সগৌরবে সম্মু খপানে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। হয়তো বা লোকদের বলছিলেন, দেখেছ! আমরা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিরাপদে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি। এটি তার বর্ণনার নিজস্ব একটি ভঙ্গি। শহরের উপকণ্ঠে তিনি তার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধা মাকে আসতে দেখেন। উহুদের (যুদ্ধে) তার এক পুত্র আমর বিন মু আয (রা.)-ও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তাকে দেখে মহানবী (সা.) বলেন, 'হে মা! তোমার পুত্রের শাহাদতে আমি (তোমার প্রতি) সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।' এর উত্তরে (সেই) পুণ্যবতী নারী বলেন, হুযূর! আমি যেহেতু আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তাই নিশ্চিত থাকুন, আমি আমার বিপদাপদ ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি।

'বিপদাপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি' কত সুন্দর প্রবাদ ব্যবহার করেছেন! ভালোবাসার গভীর আবেগ-অনুভূতির প্রমাণ বহন করে (এই বাক্য)। দুঃখ মানুষকে গ্রাস করে, (অথচ) সেই মহিলা– বৃদ্ধ বয়সে যার অবলম্বন হারিয়ে গিয়েছিল– (তিনি) কতো বীরত্বে র সাথে বলছেন, আমার পুত্রের বিয়োগবেদনা আমাকে আর কী গ্রাস করবে? যেহেতু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত আছেন তাই আমিই সেই বেদনাকে গ্রাস করব!

আমার পুত্রের মৃত্যুশোক আমাকে পরাজিত করতে পারবে না, বরং মহানবী (সা.)-এর খাতিরে সে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে– এই কথা আমার শক্তিবৃদ্ধির কারণ হবে। এমন ছিল তার আবেগ!হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আনসারদের স্বপক্ষে দোয়া করতে গিয়ে নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বলেন, হে আনসার! আমার প্রাণ তোমাদের জন্য উৎসর্গিত, তোমরা কী মহান পুণ্যের ভাগিদার হয়েছ!"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৫-২৫৭)

মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীদের আচরণ এবং এর বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা.)-র প্রতিক্রিয়ায় মহানবী (সা.) কী উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করেছেন! লিখিত আছে, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের পর মদীনায় পৌঁছেন তখন মুনাফিক এবং ইহুদীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে এবং মুসলমানদের বাজে কথা বলতে থাকে আর বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) রাজত্বে র অভিলাষ রাখেন আর আজ পর্যন্ত কোনো নবী এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি যতটা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নিজেও আহত হয়েছেন এবং তার সাহাবীরাও আহত হয়েছে। তারা আরো বলছিল, তোমাদের যেসব সাথি নিহত হয়েছে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে কখনো নিহত হতো না। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে ঐসকল মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন যারা এ ধরনের কথা বলছিল (অর্থাৎ মুনাফিকরা)।তখন মহানবী (সা.) বলেন, তারা কি এই সাক্ষ্য প্র দান করছে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই? (তারা কি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে না?) আর আমি আল্লাহ্‌র রসুল (অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্) বলে না? তারা কলেমা তো পড়ে, তাই না? তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন,অবশ্যই পড়ে। কলেমাও পড়ে আবার মুনাফেকসুলভ কথাবার্তাও বলছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, তবে এরা তরবারির ভয়ে এভাবে কলেমা পড়ছে অথবা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ বলছে। এখন তাদের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে গেছে। অতএব এখানে যেহেতু তাদের মনের কথা প্র কাশ পেয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষ প্র কাশ করে দিয়েছেন, তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, যারা কলেমা পড়ে, তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮)

(যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ পড়ে, তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।)। যে ব্যক্তি এ কলেমা পড়ল– এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতেআমাকে বারণ করা হয়েছে।এ কথা ঐসব নামসর্বস্ব আলেমের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট যারা মন থেকে কলেমা পড়া সত্ত্বেও আর কপটতার সামান্যতম লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বলে যে, আহমদীরা কাফির এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কোনো কোনো শাহাদতের ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। এসব তথাকথিত ওলামা ইসলামকে দু র্নাম করে রেখেছে।

উহুদের শহীদদের জানাযা পড়ার বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। সেগুলো আমি পূর্বে বর্ণনাও করেছি। তবে এখানে সহীহ্ বুখারীর বরাতে উল্লেখ করতে চাই যা দ্বারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবীদের মর্যাদা ও অবস্থান আর তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়ার বিষয়টি জানা যায়। হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) জীবিত এবং মৃতদের বিদায় সম্ভাষণজানানোর পদ্ধতিতে আট বছর পর উহুদের শহীদদের জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর তিনি (সা.) মিম্ব রে আরোহণ করেন এবং বলেন, আমি তোমাদের সামনে থাকব আর আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী হব আর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হবে হওয (কাওসার) এবং আমি সেই স্থান এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের বিষয়ে আমার এই ভয় নেই যে, তোমরা শির্ক করবে;কিন্তু তোমাদের বিষয়ে আমি জাগতিকতার ভয় পাই, পাছে তোমরা জাগতিক স্বার্থে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৪২)

পরবর্তী ঘটনাবলি এ বিষয়টি প্রমাণ করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর এই আশঙ্কা সত্য ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলু ল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদের ভাইয়েরা যারা উহুদে শহীদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ পাখির পেটের মাঝে রেখেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে নেমে এর ফলফলাদি খায় আর আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত সোনার লণ্ঠনে বসবাস করে। তারা যখন নিজ পছন্দানুযায়ী পানাহার ও বিশ্রামের পর বললো, আমাদের ভাইদের নিকট (এ সংবাদ) কে পৌঁছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত এবং আমাদের রিযিক দেয়া হচ্ছে, যেন তারা জিহাদ থেকে বিমুখ না হয় আর যুদ্ধাবস্থায় হাতিয়ার রেখে না দেয়? তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় মারা গেছেন তাদের তোমরা মৃত মনে করো না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৫২০)

কখনো কখনো কতিপয় মুফাস্‌সির অথবা হাদীস বিশারদ মন্তব্য করেন, এটিই এ আয়াতের শানে নুযুল; কিন্তু তাদের এমন কথা সঠিক হওয়া আবশ্যক নয়। পূর্ব বর্তী শহীদদের সাথেও এটি সম্পর্কযুক্ত। বদরের শহীদদের মর্যাদাও অনেক বড়ো ছিল, তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য; বরং সূরা বাকারাতেও এ আয়াত রয়েছে।

অতঃপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসুলু ল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখন আমার উহুদের শহীদদের কথা মনে হয় তখন আমার এ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হায়! যদি আমিও আমার সঙ্গীদের সাথে গিরিপথেই থেকে যেতাম। তিনি (সা.) বলতেন, আমিও যদি তাদের সাথে শহীদ হয়ে যেতাম তাহলে ভালো হতো!

আব্দুল্লাহ্ বিন আবি ফারওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, রসুলু ল্লাহ্ (সা.) উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করে বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ يَشْهَدُ أَنَّ هٰؤُلَاءِ شُهَدَاءُ، وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ-

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না আবদাকা ওয়া নাবিয়্যাকা ইয়াশহাদু আন্না হাউলায়ে শুহাদাআ ওয়া আন্নাহুম মান যারাহুম ওয়া সাল্লামা আলাইহিম ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে রাদ্দু ইলায়হি)হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তোমার বান্দা ও নবী সাক্ষ্য দিচ্ছে, এরা শহীদ। আর যারা তাদের দেখতে আসবে ও কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদেরকে সালাম প্রেরণ করবে তারা তাদের সালামের উত্তর প্রদান করবে।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬২৭-১৬২৮)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জন্য বলেন, ***'হাউলায়ে আশহাদু আলাইহিম'*** অর্থাৎ, এরা তারা যাদের সাক্ষী আমি।হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসু ল! আমরা কি তাদের ভাই নই? আমরাও তাদের ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাদের ন্যায় জিহাদ করেছি। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি না, আমার প্রয়াণের পর তোমরা কী করবে? এতে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে থাকেন ও নিবেদন করেন, আমরা কি আপনার তিরোধানের পর জীবিত থাকব?

(আল মাউতাউল ইমাম মালিক, পৃ: ২৮২)

এ দুঃখেই হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে থাকেন যে, হয়তো আমরা রসূলু ল্লাহ্ (সা.) অপেক্ষা দীর্ঘায়ু লাভ করব।

আব্বাদ বিন আবি সালেহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভে উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতের জন্য যেতেন ও বলতেন, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ (উচ্চারণ: সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উকবাদ্দার) অর্থাৎ, তোমাদের ধৈর্য ধারণের কারণেতোমাদের প্রতি সালাম। সুতরাং পারলৌকিক নিবাস কত উত্তম! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (তাঁর প্রয়াণের পর) যথাক্রমে আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) তাদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন।

(তারিখুল মাদিনাতুল মানোয়ারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৬, হাদীস-৩৮১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের বিশেষ জানাযার নামায আদায় করেছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি (সা.) উহুদের শহীদগণকে বিশেষ ভালোবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। একদা তিনি (সা.) উহুদের শহীদদের কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন, এরা এমন মানুষ যাদের ঈমানের সাক্ষী আমি নিজে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! আমরা কি তাদের ভাই নই? আমরা কি তাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করি নি? আমরা কি তাদের মতো আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করি নি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, করেছ। কিন্তু আমি জানি না, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কী করবে? এটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কান্না করেন এবং অনেক কাঁদেন। অতঃপর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! আপনার তিরোধানের পর আমারা কি বেঁচে থাকতে পারব? এ কল্পনাই তো আমাদেরকে মেরে ফেলার মতো! অতঃপর তিনি (রা.) লিখেন, সাহাবীরাও উহুদের শহীদদের পরম শ্র দ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং উহুদের স্মৃতিকে নিজেদের হৃদয়ে একটি পবিত্র জিনিসরূপে জীবন্ত রাখতেন। যেমন মহানবী (সা.)-এর ইন্তে কালের পর একবার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র সামনে ইফতারি নিয়ে আসা হলো যা বেশ আড়ম্বরপূ র্ণ ছিল। এটি দেখে তার উহুদের যুগের কথা মনে পড়ে গেল যখন মুসলমানদের নিকট শহীদদের কাফন দেবার মতো কাপড় পর্যন্ত ছিল না এবং তারা ঘাস কেটে কেটে তাদের শবদেহ ঢাকতেন। এ স্মৃতি আব্দুর রহমান বিন অওফকে এতটাই বিচলিত করে দেয় যে, তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন এবং খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, অথচ তিনি রোযা রেখেছিলেন।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০২)

উহুদের শহীদদের আত্মীয়স্বজনদের মনস্তুষ্টির ঘটনা এবং শহীদদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্র কাশের কথাও পাওয়া যায়। হযরত বিশর-এর পিতা হযরত আকরাবা (রা.)-রঘটনা উহুদের যুদ্ধের শহীদদের মাঝে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বিশর-এর নাম বশীর-ও বর্ণনা করেছে। আকরাবা যখন শহীদ হন তখন তার পুত্র বিশর তার পাশে বসে কাঁদছিলেন। মহানবী (সা.) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, ? اُسْكُتْ، اَمَا تَرْضٰى اَنْ اَكُوْنَ اَنَا اَبُوْكَ وَعَائِشَةُ اُمُّكَ অর্থাৎ, শান্ত হও। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমার পিতা হব এবং আয়েশা তোমার মা হবে? বিশর বলেন, কেন নয়? আমি সন্তুষ্ট। আগে তার নাম ছিল বুহায়ের, মহানবী (সা.) তার নাম বশীর রাখেন;আর তার জিহ্বায় জড়তা ছিল, মহানবী (সা.) তার মুখে দম করলে তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। মহানবী (সা.) তার মাথায় নিজের পবিত্র হাতও বুলিয়ে দেন। বৃদ্ধ বয়সে তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে যায়, কিন্তু মহানবী (সা.) যেখানে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন সে অংশের চুল রীতি মতো কালো ছিল। তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তিনি ফিলিস্তিনে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫৭) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮) (আল আসাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৭)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র মনস্তুষ্টির ঘটনা পাওয়া যায়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি (সা.) বলেন, হে জাবের! কী ব্যাপার, তোমার মন খারাপ মনে হচ্ছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন আর তিনি ঋণ এবং সন্তান রেখে গেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার পিতার সাথে যেভাবে সাক্ষাৎ করেছেন- আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! অবশ্যই দিন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কারও সাথে পর্দার আড়াল ছাড়া বাক্যালাপ করেন নি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যার সাথেই কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকে করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন, এরপর তার সামনাসামনি হয়ে বাক্যালাপ করেছেন এবং বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে চাও যেন আমি তোমাকে দিতে পারি। তিনি নিবেদন করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় জীবিত করো যেন আমি তোমার পথে আবার মারা যেতে পারি। একটি রেওয়ায়েতে আছে, এ স্থলে হযরত আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার পরিপূর্ণ ইবাদত করতে পারি নি। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, তুমি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো যেন আমি তোমার নবী (সা.)-এর সাথে মিলে তোমার পথে যুদ্ধ করি এবং তোমার পথে আবার মৃত্যু বরণ করি। এটি শুনেআল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, একবার যে মারা যায় তাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে না। হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন আমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমার পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত পুনরায় অবতীর্ণ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে রিয্ক দেওয়া হচ্ছে।

(সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩০১০) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৫-৯৫৬)

যাইহোক, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এই ঘটনা এই আয়াতের অবতীর্ণ হবার কারণ হোক বা না হোক- এ কথা অবশ্যই সত্য যে, শহীদগণ জীবিত যারা মৃত্যুর পরপরই জান্নাতের উচ্চ সম্মান, মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র সংলাপ সংক্রান্ত ঘটনাবিস্তারিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার এক বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনীর বরাতে বর্ণনা করেছেন যাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে। সাহাবীদের তঁ ার (সা.) প্র তি ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি আল্ল হ্ তা'লার ভালোবাসার দৃষ্টি কীভাবে নিবদ্ধ হতো- তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,এ ঘটনাটি বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই এটিকে দেখুন না কেন এটি একটি নতুন সৌন্দর্য প্রকাশ করে। অন্য সব কথার পাশাপাশি এটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে তার প্রভুর নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। বান্দাদের প্রতিও ভালোবাসার দৃষ্টি দিচ্ছিলেন এবং স্বীয় প্রভুর সাথেও হৃদয়ে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একটি বাহু সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকিয়ে রেখেছিলেন আর দ্বিতীয় দিক সুমহান বন্ধুর (খোদা) সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিল। সেই সত্তা যিনি শান্তি র সময় সুমহান দিগন্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যুদ্ধাবস্থায়ও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। একটি চোখ যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করছিল আর অপর চোখ প্রিয় বন্ধুর (খোদার) সৌন্দর্য দর্শনে রত ছিল। একটি কান মমতার সাথে সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকে ছিল তো অপরটি উর্ধ্বলোক হতে স্বীয় প্রভুর মধুর বাণী শ্র বণে মগ্ন ছিল। হাত কাজে ব্যস্ত আর হৃদয় প্রভুর স্মরণে মগ্ন ছিল। তিনি (সা.) সাহাবীদের মনস্তুষ্টি করতেন আর খোদা তঁ ার (সা.) মনস্তুষ্টি করতেন। আব্দু ল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-রহৃদয়ের চিত্র অবগত করে মূলত আল্লাহ্ তাঁকে এই সংবাদ দিচ্ছিলেন যে, হে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক! আমি আমার তত্ত্বজ্ঞানী বান্দাদের হৃদয় তোমার প্রতি এমন অসাধারণ ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছি যে, এ নশ্বর জগৎ ত্যাগের পরও তোমার স্মৃতি তাদেরকে অস্থি র করে তোলে; [সাহাবী এটিই চেয়েছিলেন যে, আমি পুনরায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।]এবং তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে একা ফেলে চলে যাওয়ায় সে কতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত। তোমার বিপরীতে তারা জান্নাত পেতেও আকাঙ্ক্ষী নয়। তাদের জান্নাত তো এটিই যে, সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা বারংবার তাদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করা হলেও তোমার সাথেই থাকবে, তোমার সাথেই থাকবে আর তোমার সাথেই থাকবে! "

(খুতবাতে তাহের, (জলসা সালানার ভাষণ, খিলাফতের পূর্বে, জলসা সালানার ভাষণ, ১৯৭৯, পৃ: ৩৪৯-৩৫০)

অবশিষ্টাংশ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উপস্থাপন করব।

ফিলিস্তিন এবং (সার্বিক) বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইরানের ওপর হামলা হওয়ার ও এর ফলে যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। ইয়েমেনে কয়েকজন বন্দি মুক্তি পেয়েছেন বলে খবর এসেছে, বরং গতকাল অধিকাংশই মুক্তি লাভ করেছে। যে কয়জন বাকি রয়ে গিয়েছেন তাদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন;আল্লাহ্ তা'লা শাসকদের মন তাদের অনুকূলে পরিষ্কার করে দিন। বিশেষভাবে একজন নারী, যিনি লাজনার সদর, তিনি এখনও বন্দি রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

নামাযের পর আমি দু জনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। প্রথম যে ব্যক্তির স্মৃ তিচারণ করছি তিনি হলেন হযরত নবাব আব্দু ল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার পুত্র মোকাররম মুস্তফা

আহমদ খান সাহেব। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে ছোটো দৌহিত্র ছিলেন। সবচেয়ে ছোটো মেয়ে আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। এভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সর্বকনিষ্ঠ দৌহিত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে সুই নর্দান গ্যাস কোম্পানীতে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অবসর গ্রহণের পর পু নরায় এই কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কোম্পানী তাকে একদিকে ঠেলে দেয় এবং ভালো কোনো কাজ দিত না। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সাথে পরামর্শ করেন। তখন তিনি বলেন, পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না। আর তুমি সেখানেই থাকবে। পরবর্তী তে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং এরপর পরিস্থিতি তার অনুকূলে এসে যায়।

দরিদ্রদের প্রতি খুবই যত্ন বান ছিলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। তিনি দুই বিবাহ করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী মৃত্যু বরণ করার পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন (প্রথম) স্ত্রীর ছোটো বোনকে; তার আগের পক্ষের যে-সব সন্তান ছিল তাদেরকেও নিজের সন্তানের মতো রেখেছেন। নিজের বোনদের প্রেরণায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। আর দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তার দ্বিতীয় সহধর্মিণী লিখেন; দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর ছোটোবোন ছিলেন এবংবিবাহিতা ছিলেন, তার দুইজন কন্যা সন্তান ছিল যেভাবে আমি বলেছি; তালাক হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন কন্যাদের নিজেই লালনপালন করেন, কিন্তু যাহোক এরপর মরহুমের সাথে বিবাহ হয়। তিনি লিখেন, অমুসলিমদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতেন। সিন্ধুতে এক হিন্দু শিশু ছিল; তার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন। তাকে পড়ালেখা শেখান এবং এতদূর পড়ালেখা শেখান যে, সে সহকারি কমিশনার হয়ে যায়। আর সর্বদা বলত, আমি মুস্তফা খান সাহেবের কারণে এই মর্যাদা লাভ করেছি। যাহোক সেটি তো আল্লাহ্ তা'লার ফযল ছিল। দরিদ্রদের অনেক খেয়াল রাখতেন। নিজের পিতা-মাতার নামে নাসেরাবাদ ফার্মে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন, যে ফার্মটি তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। জমির সাথেই ক্লিনিক বানানো হয়েছিল এবং নিয়মিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পও আয়োজন করতেন। ডাক্তার আব্দুল মান্নান শহীদ সাহেবও এই মেডিকেল ক্যাম্পে যেতেন। ক্লিনিকের জন্য কখনো বাইরের কারো কাছে কিছু দাবি করতেন না, নিজের আয়-উপার্জন দ্বারাই ব্যয়ভার মেটাতেন। তার মাঝে অতিথি আপ্যায়নের গুণও ছিল। তার পিতা নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবও খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তার পক্ষ থেকেই এসেছে এই গুণ। সন্তানদের সাথেও খুবই ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী লিখেছেন, সকল আত্মীয়ের সাথে অতি উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যাদেরকেও নিজ কন্যাদের মতো করেই লালনপালন করেছেন। সন্তানদেরকে বুঝানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা করতে হলে করতেন, কিন্তু আবার বুঝিয়েও বলতেন।

ডাক্তার খালেদ তসলিম সাহেব যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন- তিনি বলেন, পরম পরোপকারী মানুষ ছিলেন। সুই গ্যাসেউচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারো কোনো কাজ করতে হলে অস্বীকার করতেন না। বিশেষত দরিদ্রদের খুব খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেন, একবার মির্য া হানিফ আহমদ সাহেব বলেছিলেন, তার কাছে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি অবশ্যই কাজ করে দিতেন। রাবওয়ায় অনেক দরিদ্র ঘরে সুই গ্যাস লাগানোতে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন।

৩৫ বছর পূর্বে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। বড়ো ধরনের অপারেশন করাতে হয়েছিল। তার দৈনন্দিন জীবন অনেক জটিলতার মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুখের হাসি মলিন হয় নি,অতিথিসেবা ও মানবসেবা কমে যায় নি। তার পরিচিতির গণ্ডি ব্যাপক ছিল। জামাতের বিরোধীরাও তাকে গভীর সম্মান করত ও শ্রদ্ধা করত আর তার সাথে সাক্ষাৎ করত। কেননা তিনি অনুগ্রহকারী ছিলেন; এই চেষ্টায় থাকতেন যেন কারো কাছ থেকে সেবা নিতে না হয়। বরং অন্যদের সেবা করতেন বা অনুগ্রহ করতেন। যদি কেউ তার প্রতি অনুগ্রহ করত তাহলে তিনি তার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকতেন।

আমিও তার মধ্যে এই গুণাবলি দেখেছি। তিনি দরিদ্র সেবক ছিলেন। উত্তম পুত্র ছিলেন; মায়ের অনেক সেবা করেছেন। ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হয়েও তিনি কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রের যে জমি-জমা ছিল তার সব কিছুর দায়িত্ব তার মা তার হাতে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উন্নতভাবে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনার কাজ করেছেন এবং তার সেই জমিকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। এ কারণে তার ভাই-বোনেরা তার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখতেন। এছাড়া সেখানকার দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি তিনি গভীর খেয়াল রাখতেন।মোটকথা, অনেক উত্তম স্বামী, ভালো পুত্র, ভালো পিতা, ভালো ভাই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মরহুম ডা. মীর দাউদ সাহেবের যিনি আমেরিকায় ছিলেন, সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্ল াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ডা. মীর মোশতাক আহমদ সাহেব এবং বিলকিস বেগম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার বিয়ে হয়েছিল আমাতুল বাসীর সাহেবার সাথে যিনি মিয়া আব্দুর রহিম আহমদ সাহেব এবং সাহেবযাদী আমাতুর রশিদ বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন। সাহেবযাদী হযরত আমাতুর রশিদ বেগম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র কন্যা ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৌত্রী ছিলেন; আর ইনি (আমাতুল বাসীর সাহেবা) ছিলেন প্রদৌহিত্রী। আমাতুর রশিদ সাহেবা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র দৌহিত্রী ছিলেন।

ডা. দাউদ সাহেব ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, লাহোর থেকে স্নাতক করেন। এরপর আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে তিনি পিএইচডি করেন। এরপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি আরম্ভ করেন; সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল এবং অত্যন্ত দক্ষ প্র্যাকটিশনার হিসেবে ৩৫ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে সেবা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে এশিয়ায় তিনি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কাজ করেছেন। আমেরিকা জামা'তের প্রথমদিকের সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি ১৯৭০-এর দশকে লঙ্গরখানার টিমেও ডিউটি প্রদান করতেন। তিনি অনেক উন্নত মানের একজন অফিসার বা কর্মকর্তা ছিলেন। আমেরিকার ন্যাশনাল সেক্রেটারি জায়েদাদ হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। সবসময় অত্যন্ত আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। বাইতুর রহমান মসজিদ নির্মাণের সময় এবং বিশেষভাবে মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে তিনি অনেক অবদানরেখেছেন। অনেক বড়ো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের সাথে সেবা প্রদান করতেন। চীনেও ছিলেন। সেখানকার মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি ইসলামের বাণী প্রচারের চেষ্টা করতেন। চীনেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন এবং সবার সঙ্গে সুন্দরভাবে এবং সানন্দে সাক্ষাৎ করতেন। সবাইকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করতেন। অতিথিসেবা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, আপনপর নির্বিশেষে সবাইকে স্নেহ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, আমীন।

****

১ম পাতার পর.....

নিজেদের জীবন খোদার ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত? রসুল করীম (সা.) এর যুগের পূর্বে শত শত বছরের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, কিন্তু সেই সব ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেই সময় সেখানে কেবল মূর্তি পূজাই হত। খোদার জন্য কেউ এতেকাফে বসত না আর খোদার কারণে রাত জেগে ইবাদতও করত না। খোদার জন্য সেখানে কোন রুকুও হত না আর সিজদাও হত না। বরং যারা খোদা তা'লার নাম উচ্চকিত করত তাদেরকে উপর তারা উৎপীড়ন করত। তাই এখানে যে বলা হয়েছে যে, আমার ঘরকে প্রস্তুত কর যাতে তওয়াফকারী ও কেয়ামকারীরা এবং রুকু ও সিজদাকারীরা এখানে আসে। এগুলিই সব রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর যুগে হওয়া নিঁধারিত ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) কে এর প্রস্তুতির জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন পড়ে থাকল এই যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) তবে কি কাজ করেছেন? এর উত্তর হল, তিনি বাহ্যিকভাবে কাবা নির্মাণ করেছেন। অনুরূপে তাঁর মাধ্যমেই খোদা তা'লা জমজম উৎসারিত করেছেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে যে পাপের বিস্তার ঘটেছে তার জন্য হযরত ইসমাঈলের উপর আপত্তির করা যায় না। বস্তুত ভেবে দেখার বিষয় হল, যদিও হযরত ইসমাঈল (আ.) যাদেরকে তার উত্তরসূরি হিসেবে রেখে গেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই মুশরিক ও পৌত্তলিকে পরিণত হয়। কিন্তু পৃথিবীর কেউ কি এই বিষয়টি অস্বীকার করতে পারবে যে, ধর্মকে বিস্তৃত করার ক্ষমতা এদের মধ্যেই ছিল। মক্কাবাসীরা নিঃসন্দেহে ইসলামের বিরোধিতা করেছে, তুমুল বিরোধিতা করেছে, বরং আবু জাহলকে উপস্থাপন করে কোন ব্যক্তি কি একথা বলতে পারে যে, যে জাতিতে আবু জাহল এর মত জন্ম নেওয়া নির্ধারিত ছিল, তাদের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল- طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ অর্থাৎ আমার ঘরকে তোয়াফকারী এবং পরিপূর্ণ ইবাদতকারীদের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য প্রস্তুত কর? আমি এমন ব্যক্তিকে বলব, হে নির্বোধ! তুমি আবু জাহালকে দেখতে পেলে,যার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, কিন্তু তুমি আবু বকরকে দেখতে পেলে না যার (পুণ্য) কাজের ধারা আজও অব্যাহত আছে। তুমি উতবা ও শাইবাকে দেখলে, যারা জন্ম নিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু তুমি উমর, উসমান ও আলিকে দেখলে না যার শাশ্বত জীবন লাভ করেছে, যাদের অক্ষয় কীর্তি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবে না। (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৫-২৭)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(শেষাংশ....)

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সূরা আল বালাদ এর ১৪-১৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সমাজের সব থেকে দুর্বল শ্রেণীর সমর্থন করার নির্দেশ দেয় আর মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয় অভুক্ত আহার করানোর এবং দারিদ্র-পীড়িতদের সহায়তা করার। মুসলমানদেরকে সেই সব মানুষদের সহায়তা করার শিক্ষা দেওয়া হয় যারা নিঃসঙ্গ, যাদের কাছে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে সাহায্য করার কেউ নেই। এছাড়া এই আয়াত মুসলমানদেরকে চার শ্রেণীর মানুষদের জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায় সন্ধান করার আদেশ দেয় যারা অমানবিকভাবে দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছে। মুসলমানদের এও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা অনাথদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করে এবং তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করে আর যারা বঞ্চিত তাদেরকে স্বান্তনা দানের উপকরণ তৈরী করে। কুরআন করীমের এই স্পষ্ট আয়াতগুলিতে সমগ্র মানবজাতির জন্য এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন সমাজের সব থেকে দুর্বল শ্রেণীর অধিকারসমূহ প্রদান করে এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বস্তুত এই আয়াত মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার দাসত্ব, দারিদ্র ও বঞ্চনার অবসানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে নির্দেশ দেয়। কুরআন করীম এর শিক্ষানুসারে মানবতার সেবাই হল আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরান করীমে হুকুকুল ইবাদ প্রদানের গুরুত্বের উপর আলোকপাতকারী আরও অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা বাকারার ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন প্রকৃতির, তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য রয়েছে। তথাপি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পুণ্যকর্মে উন্নতি সাধন করা আর মানতার প্রতি ভালবাসা এবং সকলের সঙ্গে সদাচারই হল পুণ্যকর্মের মৌলিক শর্ত।

অতঃপর কুরআন করীমের সূরা নিসা-র ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা অপরের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের গুরুত্বকে পুনরায় বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন- মানুষের উচিত নিজ পিতামাতার সহিত সদয় এবং ধৈর্যপূর্ণ আচরণ করা। এই আয়াত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দরিদ্র ও অনাথদের অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে। এছাড়া এই আয়াতে প্রতিবেশীদের অধিকারও স্পষ্ট করা হয়েছে এবং ইসলাম অনুসারে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাড়ির আশপাশের চল্লিশটি বাড়ির সদস্যরা প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া সফরসঙ্গী, কাজের স্থানে সহকর্মী এবং অধীনস্তরাও প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আশপাশের চল্লিশটি বাড়ি, সহকর্মী এবং অধীনস্তদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয় তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি সমাজ ও পরিবেশ শান্তি ও সম্প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন-কুরআন মজীদের সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, অপর কোন জাতিকে অপদস্ত করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা অন্যায়। অপরকে অপদস্ত করলে অবশ্যই বিদ্বেষের জন্ম হবে আর সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হবে। সম্প্রতি সুইডেনে কয়েকজন ব্যক্তি কুরআন মজীদ পুড়িয়ে ফেলার মত জঘন্য কাজকে গর্বের সাথে সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। অনুরূপভাবে কয়েক বছর থেকে আঁ হযরত (আ.) অবমাননাকর ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এমন বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের কেবল সেই সব ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় যেগুলিতে ইসলাম বা মুসলমানদের উপর আঘাত হানা হয়েছে, বরং আমরা বিশ্বাস করি, যে কোন ধর্মের পবিত্র ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের অবমাননা করা নিন্দনীয় কাজ আর কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করা উচিত। এমন কর্ম অকারণ নিরপরাধ মানুষদের প্ররোচিত করে এবং তাদের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করে। এমন কাজ সমাজের শান্তি ও সংহতিকে দুর্বল করে দেয়। ইসলাম শিক্ষা দেয়, একে অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি সর্বোতভাবে যত্নবান থাকা জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আমার বক্তব্যে ইতি টানার পূর্বে ইসলামে মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব। যখন মহিলাদের অধিকার নিয়ে কথা হয়, তখন নিঃসন্দেহে ইসলামের শিক্ষাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। বস্তুত ইসলাম মহিলাদের অধিকার অস্বীকার করার পরিবর্তে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সেটা এই সব তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার বহু শতাব্দী পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে যুগে মহিলাদের অধিকার নিয়ে চিন্তাও করা হত না, সেই সময় কুরআন করীম এবং ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা) নারী জাতির জন্য অসংখ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার মধ্যে শিক্ষা, তালাকা এবং উত্তরাধিকার রয়েছে। একবার আঁ হযরত (সা.) মহিলাদেরকে পাঁজরের অস্থির সঙ্গে উপমা দিয়ে বলেন, তারা নাজুক, তাদের সঙ্গে কোমল ও সদয় আচরণ করা উচিত। কেউ যদি এই নির্দেশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তবে অনুধাবন করবে যে ইসলামে নারীজাতিকে কত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পাঁজরের হাড় মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাসমূহকে রক্ষা করে। মহিলাদেরকে এর সঙ্গে উপমা দিয়ে ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.) এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, মহিলারা মানবজাতির টিকে থাকার জন্য প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাত হল মায়েদের পায়ের নীচে। মহিলাদেরকে এই অনন্য ও সুউচ্চ মর্যাদা এই কারণে দেওয়া হয়েছে কারণ একজন মা সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতিপালনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নিজের সন্তানের জন্য সে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে। একজন মহিলা যদি সন্তানের প্রতি নিজের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে তবে সেই সব সন্তান নীতিবান ও পুণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।এইরূপ একজন মা তার সন্তানের জন্য ইহজগতে উন্নতি ও সফলতার মাধ্যম। তারা সন্তানকে এমন পথে পরিচালিত করে যা পরকালে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পথ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের সূরা নিসার ২০ নং আয়অতে মহিলাদের পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই আয়াতে বিশেষ করে মুসলমান পুরুষদেরকে নিজেদের স্ত্রীর প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করার এবং তাদের চাহিদাবলীর প্রতি যত্নবান থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এই আয়াতটি ঘোষণা করে যে, মহিলারা স্বাধীন সত্তা, তাদেরকে কোন পুরুষের মালিকানাধীন করা যেতে পারে না। আর্থিক বিষয়াদিতে যা কিছু তারা উপার্জন করে সেটা তার নিজের উপার্জন, তা থেকে স্বামী কোন অংশ দাবি করতে পারবে না। তালাকের বিষয়ে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, দাম্পত্য জীবনে যা কিছু স্বামী তাকে দেয় সেগুলি একজন স্ত্রী তার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার বিষয়ে স্বাধীন। বর্তমান যুগে যখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বিবাদ ও তিক্ততা থেকে যায়, কেননা, স্বামী তার স্ত্রীকে যা কিছু দিয়ে দেয় সেগুলি ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ইসলাম এর অনুমতি দেয় না।

কুরআন করীমে সূরা নহল এর ৭৩ নং আয়াতে মহিলাদের প্রতি সদয় আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পুরুষদের উচিত নিজ স্ত্রীদের প্রতি সদসয় আচরণ করা এবং তাদেরকে সম্মান করা যারা তাদের সন্তানের জননী। অতঃপর সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মর্যাদা সমান, তারা একে অপরের জন্য রক্ষার বর্ম। তাদের উচিত পরস্পরের জন্য দুঃখের মাধ্যম না হয়ে পরস্পরকে ভালবাসা এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান হওয়া।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি ইসলাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের অধিকার সমূহের মধ্য থেকে কয়েকটির কথা উল্লেখ করলাম। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলাম মহিলাদের অধিকার খর্ব করে- এমন অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সত্যের পরিপন্থী। বস্তুত একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, মহিলাদের অধিকার অধিকারের বিষয়ে ইসলামী অবধারণা এক বিপ্লব ছিল, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামের উপর অনেক অভিযোগ ও আপত্তি করা হয়েছে, কিন্তু সবই ভিত্তিহীন। ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা কিম্বা ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ কারো থেকে কোন অংশে নিম্নতর এমনটি দাবি করা পুরোপুরি অন্যায়। একথা বলা অন্যায় যে, ইসলাম সমাজে অশান্তি তৈরী করার চেষ্টা করে। এর বিপরীতে ইসলামে সেই ধর্ম যা যা সমগ্র ধর্ম ও ধর্মমতের মানুষের মাঝে দূরত্বের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে। এটি এমন এক ধর্ম যা শান্তি,ভালবাসা এবংসম্প্রীতির বিকাশ ঘটায়। বস্তুত, 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থই হল শান্তি। যদি কোন মুসলমান অপরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করে তবে তাতে ইসলাম বা এর শিক্ষামালার কোন দোষ নেই। বরং এটা তার নিজস্ব ব্যর্থতা। এমন মানুষ নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণকারী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আশা করি, আপনাদের মনে যদি

কোন সংশয় থেকে থাকে, তবে আমার এই বক্তব্য থেকে নিশ্চয় সেগুলোর উত্তর পেয়ে গেছেন। কিন্তু যদি আপনাদের আরও স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের মুরুব্বীর সঙ্গে বা এখানে জামাতের মিশনে এসে কথা বলতে পারেন?

সব শেষে আমি দোয়া করি যে, সমগ্র মানবজাতি যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধ্বে এসে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চেতনা নিয়ে বসবাস করে। আমীন। আমি আপনাদের সকলকে এখানে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।

তাজিকিস্তান থেকে আসা অতিথিদল হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানী থেকে ৩০ জন তাজিক নাগরিক জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একজন ভদ্রমহিলা বলেন: মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। হুযুর যে সব উপদেশ দান করেছেন সেগুলি খুব ভাল লেগেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখান আপনারা বার্তা পেয়ে গেছেন। এখন জেনে গেছেন। তাই এখন চিন্তাভাবনা করে দেখুন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, যখন ইমাম মাহদীকে পাবে তখন তাকে তোমরা আমার সালাম পৌঁছে দিও, বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও। আপনাদের জগতকে ভয় করা উচিত নয়, কাউকেই ভয় করা উচিত নয়।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমরা মুসলমান আর আমরা কাউকে ভয় পাই না। হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমান বলেই তো আপনাদের আঁ হযরত (সা.) এর নির্দেশ শিরোধার্য করা উচিত। এগিয়ে যাওয়া উচিত, এক স্থানে থেমে থাকা উচিত নয়।

দোস্ত মহম্মদ সাঈদ রাজাই নামে এক ভদ্রলোক বলেন, তিনি প্রথম জলসায় এসেছেন। তাজাকিস্তানের স্বাধীনতার পর আমাদের সমস্যাবলী বেড়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্বাধীনতার পর নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী ইবাদত করার অনুমতি আছে না কি সরকারের অধীনে একই ফির্কার ধর্মমত অনুসরণ করতে হয়? হুযুর আনোয়ার বলেন, যেখানে হানাফী ধর্মমতের মুসলমানের সংখ্যা বেশি তবে ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই কেন? কি সমস্যা হচ্ছে?

ভদ্রলোক বলেন: আমরা রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে আর সরকারই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করুন। আমাদের সাথেও পাকিস্তানে এমনটাই হচ্ছে। এগুলো সবই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী, ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হচ্ছে। এটা হওয়া উচিত নয়। অন্যান্য বৃহত শক্তির প্রভাবাধীন যে সব সরকারগুলি রয়েছে তারা মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পক্ষপাতী।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমি হুযুর আনোয়ার দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করি। বর্তমানে তাজাকিস্তানে যা কিছু হচ্ছে তা সবই রাশিয়ার সহায়তায় হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা তাদের স্বাধীনতা দান করুন।

একজন অতিথি বলেন, সেই ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন যার চরিত্র উন্নত মানের। আমাদের উন্নত চরিত্র দরকার। জামাত আহমদীয়ার মধ্যে উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে জামাতের উন্নতিতে নৈতিকতার বড় অবদান থাকবে আর অপরের জন্যও তা দৃষ্টান্ত হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলির অগ্রাধিকার অন্যান্য বিষয় নিয়ে, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের বিষয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, ধর্মীয় সংগঠনগুলির মাঝে যে পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে সেক্ষেত্রে জামাত আহমদী কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: এর জন্যই তো আমরা সারা বিশ্বে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যখন মসীহ ও মাহদী আসবেন, তখন তিনি তখন সমগ্র উম্মতকে একত্রিত করবেন। যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। সমস্ত নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। সূরা তাকবীরে এই নিদর্শনগুলি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে।

তাঁর প্রতি এই ইলহামও অবতীর্ণ হয়েছিল- পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানদেরকে এক দীনের নীচে একত্রিত কর।

আমরা সেই কাজই করছি, সমস্ত মুসলমানদেরকে এক হাতে একত্রিত হওয়া উচিত। জামাত এই কাজ সর্বত্রই করছে। কিন্তু এই কাজে সময় লাগে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সফল হব এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অবসান হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের সঙ্গে আরও বৈঠক হবে। এই মুহূর্তে আরও একটি অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে হবে।

সব শেষে হুযুর আনোয়ার এক ভদ্রলোকের অনুরোধে তার সঙ্গে ছবি তোলেন।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

তাজাকিস্তান থেকে আসা অতিথিদের মধ্যে আরজু করীম সাহেব অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ও তাজিক উভয় ভাষাতেই সমান পারদর্শী। জামেয়াতুল আজহার থেকে তিনি শিক্ষার্জন করেছেন। বহু আরবী পুস্তকের তাজিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও তাজিক ভাষাতেও একাধিক পুস্তকা রচনা করেছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন:

আমি অনেক মনোযোগ দিয়ে জলসা শুনেছি আর লোকদের দেখেছি।আমি জামাতের সেই সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করব যা অন্যান্য জামাত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আর সেটা হল জামাতের নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। আমি একাধিক ইসলামি ফির্কা নিয়ে গবেষণা করেছি। যদি অন্যান্য সব ফির্কাগুলি এই মুহূর্তে ইসলামের উপর এক শতাংশ আমল করে তবে জামাত আহমদীয়া ৯৯ শতাংশ আমল করে। বুকস্টলে রাখা বিভিন্ন বই-পুস্তকগুলি আপনাদের তবলীগি প্রচেষ্টার প্রমাণ। আমি যোগাযোগ রাখব এবং জামাতের সম্পর্কে আরও জানতে চাই। আমি খোদা ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। আপনাদের খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং কথা বলা আমার জন্য অনেক সম্মানের বিষয়। আমি হুযুরের এ কথার সঙ্গে সহমত যে, আসল দুর্বলতা আমাদের মাঝেই রয়েছে আর আমরা সব সময় সরকার ও প্রশাসনকে দোষারোপ করে থাকি। আমি আশা করি হুযুরের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাত হবে। আমি আমার বন্ধুদেরকেও বলেছি যে, যদিও এটি ইসলামিক অনুষ্ঠান, কিন্তু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়েও আমরা এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।

মাজমা খানাম সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে উপদেশগুলি শুনেছি সেগুলি পালন করার চেষ্টা করব। আমি মনে করি, হুযুরের কথা শুধু আহমদীরাই নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমান সেগুলির উপর আমল করার মাধ্যমে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারে। মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষন আমি শুনেছি, আমার মনে হয়েছে, হুযুর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সংশোধনের বিষয়ে অনেক চিন্তিত। একটা বিষয় আমি জলসায় লক্ষ্য করেছি, মেয়েরা তাদের নিজেদের সমস্ত কাজ নিজেরাই করছিল। এত বিশাল অনুষ্ঠান এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন করা প্রশংসার দাবি রাখে।

তাজাকিস্তানের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন: তাজাকিস্তানের অতিথিদলের মধ্যে গুনুউ সাহেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বেশ খুঁতখুতে স্বভাবের। জলসার প্রথম দুই দিন কেবল আপত্তিই করে গেছেন। একটি আপত্তি উত্থাপনের পর তার উত্তর শোনার পূর্বেই আরেকটি আপত্তি নিয়ে হাজির হয়ে যেতেন। তাঁর নিজের বন্ধুরাও বলেছেন, আমাদের নিজের চোখে দেখা উচিত। জলসার দ্বিতীয় দিনে অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতনুষ্ঠান ছিল। সকলেই মাস্ক পরিহিত ছিল। হুযুর আনোয়ার গুনুউ সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করেই কথা শুরু করে বলেন, আপনি মাস্ক পিছনে করে নিজের পরিচয় দিন। তিনি হুযুরের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন। সাক্ষাতের পর গুনুউ সাহেব ভীষণ আনন্দিত ছিলেন। তিনি বার বার বলছিলেন, আমি হুযুরের দৃষ্টি পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। আমি জামাতের সফলতা এবং হুযুরের দীর্ঘায়ু কামনা করি। অদ্ভুত বিষয়, সাক্ষাতের পর দুই দিন পর্যন্ত তিনি আর কোন আপত্তি করেন নি। এগুলো খোদার অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়।

অন্যান্য দেশের অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতানুষ্ঠান

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা প্রথম বার এসেছেন তারা হাত তুলুন। নবাগতরা হাত তুললে হুযুর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা এখানে জলসায় কোন অনৈসলামিক বিষয় দেখেছেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর আনোয়ার বলেন, নীরবতার অর্থ- দেখেন নি, না কি বলতে চান না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা আপনাদেরকে অবিচলতা দান করুন আপনার উন্নতিদ করুন। খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কারী হন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন সেটি হল হুকুকুল ইবাদ ও হুকুকুল ইবাদ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনারাও সকলে এর প্রতি মনোযোগী হন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী হন এবং বান্দার অধিকার প্রদানকারী হন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এরপর এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে চিঠি পাঠাই। এক সিরিয়ান ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আমার কাছে কয়েকটি আংটি আছে, হুযুর সেগুলিকে তাবারুক (বরকতমণ্ডিত) করে দিন। হুযুর আনোয়ার আংটিগুলি নিজের হাতে নিয়ে তাবারুক করে দেন।

আলজেরিয়া থেকে চারজন মহিলা ও পুরুষ এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হুযুরকে আলজেরিয়া জামাতের জন্য দোয়া করার আবেদন করেন যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাকওয়ায় উন্নতি দান করেন। সেখানে তুমুল বিরোধিতা

হচ্ছে। আমি নিজে মোকাদ্দমার কারণে তিন বার আদালতে গিয়েছি। আমি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। এখন আমাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। খোদা তা'লা আমাকে অন্য একটি চাকরি দান করেছেন। আমার স্বামী ও আমার মেয়ে আহমদী। ছেলে আহমদী নয়। ওর জন্য দোয়া করবেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং তাকে হিদায়াত দিন।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী আরব অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

মহম্মদ আলি সাহেব সিরিয়ান বংশোদ্ভূত একজন অ-আহমদী। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- 'আহমদীয়াতে সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এক বন্ধুর মাধ্যমে। সেই আমাকে জলসায় নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছে ছিল সারা দিন জলসা দেখে সন্ধ্যায় ফিরে যাব। পাশেই আমার বাড়ি। এই জায়গাটি আরামদায়ক নয়। কিন্তু যখন থেকে এখানকার পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা দেখেছি- সকলে হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে আলাপ করছে, যেন সকলে একে অপরকে চেনে। এমন পরিবেশ আমি জীবনে কোথাও দেখি নি। তাই আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলি এবং তিন দিন জলসায় আনন্দসহকারে মেঝেতে শুতে থেকেছি।

খলীফাকে দেখার পুর্বে আমি মনে করতাম, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁকে দেখার পর যে স্নেহ-ভালবাসা ও সহৃদয়তা আমি অনুভব করেছি তা আমার বর্ণনার অতীত। জলসার দ্বিতীয় দিনেই আহমদীয়াতের সত্যতা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায় আর বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিই। আলহামদোলিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন।

ব্যবস্থাপনার প্রতি আহমদীদের দায়বদ্ধতা, শ্রদ্ধা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা দেখে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। আর আমি দেখেছি অতিথি থেকে স্বাগতিক- প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্তব্য নিয়ে সজাগ।

আব্দুল কাদির সাহেবের সম্পর্ক ইয়েমেরন সঙ্গে। তিনি বলেন: আমি কয়েক মাস আগেই বয়আত করেছি। আর এই প্রথম জলসায় অংশগ্রহণ করছি। জলসায় ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলা চোখে পড়ার মত। আমি এটিকে সাধারণ জলসার মত মনে করেছিলাম। কিন্তু এখানে হাজার হাজার মানুষ, তাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা,শ্রদ্ধা ও সাম্যের চেতনা দেখে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে এটা কোন সাধারণ জলসা নয়। হুযুরের উপস্থিতির কারণে পরিবেশে এক আধ্যাত্মিকতার মাত্রা যোগ হয়েছিল। প্রত্যেক আনন্দিত ও আশ্বস্ত দেখাচ্ছিল। কারো মনে কোন প্রকার বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। হযরত আমীরুল মোমেনীন এর চেহার দেখে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী করে তুলুন।

আরও এক আরব ভদ্রমহিলা নওয়াল কিতান সাহেবা বলেন: এই প্রথম খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার সৌভাগ্য হল। আলহামদোলিল্লাহ্। জামাতের সদস্যদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা, যারা মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছে। আমি আমীরুল মোমেনীন এর দৃষ্টিতে অতীব উচ্চ আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছি। তাঁর মধ্যে আমি খোদা তা'লার পুণ্যবান আম্বিয়াগণের অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রকৃত ইসলামের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ। আমার সৌভাগ্য যে, আমাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে এবং আমি জামাতের আকিদা, বই-পুস্তক এবং শিক্ষামালা সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছি। এই জামাত প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে আর কুরআন মজীদে ভালবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিষয়ে যে শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে এই জামাত তার প্রকৃত চিত্র।

আব্দর রহমান ইসমাঈল সাহেব আরও একজন আরব অতিথি। তিনি বলেন- জলসা সালানায় প্রথম বার অংশগ্রহণ করলাম। পৃথিবীতে এমন কোন সংগঠন নেই যারা এমন কাজ করছে। শ্রোতাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ ছিল। কিন্তু কোথাও কোন ঝগড়া বিবাদের নামমাত্র ছিল না। বরং এর বিপরীতে ভালবাসা, আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বের উচ্চ দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে।

জলসায় অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আমার মতে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন যা থেকে প্রকাশ পায় যে, খলীফার সঙ্গে আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহ এবং নৈকট্য রয়েছে।

আমীরুল মোমেনীন এর আগমণে প্রত্যেকের চেহারায় আনন্দ ও শান্তি দেখেছি। এর থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদেরকে আধ্যাত্মিকতায় অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। প্রত্যেক উত্তরের শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের চেহারায় আমি আনন্দ ও শান্তি অনুভব করেছি।

এক সিরিয়ান ভদ্রলোক মহম্মদ আল আকশ সাহেব বলেন: এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। আমি এই সাক্ষাতে সেই সব কিছু পেয়েছি যা স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি এক অবর্ণনীয় স্বস্তি অনুভব করছি। মনে হল যেন আমার বুক থেকে আলোক উৎসারিত হচ্ছে। আমি জানতাম যে জামাত আহমদীয়া একটি সুসংহত জামাত। কিন্তু যা কিছু আমি দেখেছি তা আমার ধারণারও উর্দ্ধে। এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমি জীবনে অন্যত্র দেখি নি। সমস্ত কাজ সুচারুভাবে হচ্ছিল আর ছোট থেকে বড় সকলে নিজের নিজের কাজে মগ্ন ছিল, কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই ছিল।

এক সিরিয়ান অতিথি আদিল বকুর সাহেব লেখেন- আমি প্রথম বার জামাত আহমদীয়ার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। জলসা খুব সুন্দর ছিল, ব্যবস্থাপনা চমৎকার ছিল। জলসার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূণ ছিল। সব কিছুর মধ্যে আশিস ও কল্যাণ নিহিত ছিল। সমস্ত আহমদী এবং অতিথি আমাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করেছেন এবং তারা খুব আতিথেয়তা করেছেন। খাওয়ার সব সময় পাওয়া যাচ্ছিল। জলসার বিষয়ে কোন নেতিবাচক কথা বলতে পারব না। সব কিছু নিজের নিজের জায়গায় অসাধারণ ছিল। আমার ব্যক্তিগত আকাঙ্খা এই যে, আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই আমার বক্ষ উন্মোচন করবেন এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আমি প্রতি বছর হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং জলসায় অংশগ্রহণ করার আশা রাখি।

আব্দুল্লাহ্ ইজ্জত আকিলী সাহেব মিশর থেকে এসেছিলেন। যিনি বর্তমানে ফ্রান্সে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর কোর্স করছেন। তিনি জলসার প্রভাব সম্পর্কে বলেন: যেহেতু পদার্থ বিদ্যায় সব কিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় , তাই প্রতিটি বিষয় নিয়ে সন্দেহ করার আমার প্রকৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমি অনেক আগেই বয়আত করেছিলাম আর জামাত ও খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয় ছাড়া জামাতের বিষয়েও সন্দেহ তৈরী হয় আর আমি জামাত থেকে দূরে সরে যেতে থাকি। এবছর জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসার পর রেজিস্ট্রেশনের কিছুটা বিলম্ব হয়। আর আমি যখন জলসা গাহে পৌছই তখন হুযুর জুমআর খুতবা প্রদান করছিলেন। জলসা গাহে প্রবেশ করা মাত্রই খুতবার যে শব্দগুলো আমার কানে আসে সেগুলো হল-মানুষ যদি প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে তবে হয়তো এক মুহূর্তও পৃথিবীতে কাটানো সম্ভব হবে না। সে পানি খেতে পারবে না, এই সংশয়ে যে কেউ হয়তো বিষ মিশিয়েছে। বাজারের কোন খাবার খেতে পারবে না, এই ভেবে যে হয়তো এর মধ্যে কোন প্রাণনাশক বস্তু রয়েছে। তবে সে কিভাবে বাঁচবে?" এই কথাগুলি শোনামাত্রই আমি ভিতর থেকে কেঁপে উঠি। এমন মনে হল যে, সেই মুহূর্তে আমার জলসা গাহে আসা ঐশী তকদীর ছিল, কেননা প্রথম বাক্যটিই আমার ব্যধির ওষুধ ছিল আর যেন সেই কথাগুলি আমাকে সম্বোধন করেই বলা হচ্ছিল। এটা নিছক কোন সমাপতন হতে পারে না। এটা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। আর খোদা তা'লার কৃপায় আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। আল হামদোলিল্লাহ। খোদা তা'লা জলসা জালানায় অংশগ্রহণের সুবাদে আমাকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্তি দান করেছেন।

মহম্মদ তাহের নাদিম সাহেব (আরবী ডেস্ক, যুক্তরাজ্য) অনুবাদ বিভাগের অধীনে জার্মানী জলসায় উপস্থিত ছিলেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলসার তৃতীয় দিন আমরা এম.টি.এর আল আরাবিয়ার একটি লাইভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মহম্মদ শরীফ অউদাহ সাহেবের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমার নাম মাহদী বুসতা। আমি রুশদী বুসতা সাহেবের ছেলে, যিনি মৌলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেবের মাধ্যমে ১৯২৮ সালে হায়ফায় বয়আত করেছিলেন।

আমরা একথা শুনে খুব আনন্দিত হলাম আবার সেই সেঙ্গ আশ্চর্যও হলাম যে এত দীর্ঘ সময় সে কোথায় ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম-' যদিও আমার পিতা হায়ফার প্রথম আহমদীদের মধ্য থেকে ছিলেন এবং একজন নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় আহমদী ছিলেন, তিনি হায়ফা থেকে দামাস্ক স্থানান্তরিত হয়ে যান। আর তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের পুরো পরিবারের সঙ্গে আহমদীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে আহমদী চিন্তাধারা ও জামাতের প্রতি এক সম্পর্ক সব সময় জীবিত ছিল। দামাস্কের পরিস্থিতির অবনিত হলে প্রায় সাত বছর পুবের্ব আমি জার্মানী চলে আসি আর এখানে স্টেট গার্ট এলাকায় থাকি। কয়েক দিন পূর্বে ফেসবুকে আমার এক বন্ধু জলসা সালানা জার্মানীর ঘোষণামূলক পোস্ট করে। আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জলসায় অংশগ্রহণ করার আবেদন করি। এইভাবে আজ জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আমার কল্পনাতেও ছিল না যে, জামাত আজ এতটা উন্নতি করবে আর এমন ব্যপক আকারে জলসার আয়োজন করবে আর হায়ফার কোন আহমদী (অর্থাৎ মহম্মদ শরীফ অউদাহ) এর সঙ্গেও আমার সাক্ষাত হবে।

তাঁর কথা শুনে শরীফ অউদাহ সাহেব তাঁকে লাইভ অনুষ্ঠানে সঙ্গে বসিয়ে নেন। সেখানে তিনি এই কথাগুলি বলেন এবং তাঁর মরহুম

পিতা এবং নিজের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে আমার পিতার দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সেই সব চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

আমার পিতার চার মেয়ে ছিল। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কাছে পুত্র সন্তানের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর চিঠির উত্তরে লেখেন, আমি দোয়া করেছি আর পুত্র সন্তান হলে তার নাম রাখবেন হাদী। হুযুরের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন আর আমার চার বোনের পর আমার বড় ভাইয়ের জন্ম হয়।

এর কিছু সময় পর আমার পিতা পুনরায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)কে চিঠিতে পুত্র সন্তানের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর উত্তরে লেখেন, আমি দোয়া করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন তোমার আরও একটি পুত্র সন্তান হবে আর আমি তার নাম মাহদী রেখেছি।

আমার পিতা তাঁর বন্ধু মহলে এই কথা জানালে সকলে আপত্তি করে বলে, তোমার খলীফা কি অদৃশ্যের সংবাদ জানেন? তিনি কিভাবে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিযে একথা বলতে পারেন? তাদের আশা ছিল, এই কথাটি সত্যি প্রমাণিত হবে না আর তারা জামাতের উপর আরও বেশি আপত্তি করার সুযোগ পাবে।

কিন্তু প্রায় এক বছরের মধ্যে ঠিক সেভাবেই, যেমনটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) চিঠিতে লিখেছিলেন আমার পিতামাতার ঘরে আমার জন্ম হয়। এই নিদর্শন দেখে সেই সময় প্রায় কুড়িজন আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ইউরোপ সফরের মাঝে দামাস্কে অবস্থান করেন। সেই সময় আমার পিতা আমাকে নিযে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং আমাকে বলেন, যাও যুগ খলীফার হাতে চুম্বন কর।

এইভাবে আমি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আলহামদোলিল্লাহ। মাহদী বুসতা সাহেবের বৈঠক খুব সুন্দর ছিল। শরীফ অউদাহ সাহেব হায়ফায় তাঁর ছবি কিছু পুরোনো আহমদীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা দেখে বলেন, এই ব্যক্তি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন।

এরপর মাহদী বুসতা সাহেব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বয়আতেও অংশগ্রহণ করেন। তবে তিনি কিছু বই-পুস্তকও সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং পুনরায় সব কিছু অধ্যয়ন করে চিন্তাভাবনা করার সংকল্প করেন। আল্লাহ্ করুন, তিনি যেন জীবনের এই গোধুলি লগ্নে পুনরায় জামাতের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠার তৌফিক লাভ করেন। আমীন।

সোমী মহম্মদ আমীন সাহেব আলজেরিয়ার মানুষ। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- 'আমি ও আমার স্ত্রী এই প্রথম কোন জলসায় অংশগ্রহণের এবং যুগ খলীফাকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেলাম। জলসার প্রথম দিন আমি যখন স্ত্রীকে নিয়ে জলসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম, তখন আমরা কস্তুরির সেই সুগন্ধি অনুভব করলাম যা যা আমি ২০১৮ সালে পবিত্র মক্কায় উমরা করার সময় অনুভব করেছিলাম।

ফাতিমাতুয যোহরা হাশমান সাহেব আলজেরিয়ার থেকে এসেছেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- শনিবার হযরত আমীরুল মোমেনীন যখন লাজনাদের হলঘরে প্রবেশ করলেন,তখন হুযুর আনোয়ারের পবিত্র মুখমণ্ডল এক বিচিত্র আভায় উদ্ভাসিত ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র হলঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি সেই শান্ত ও নিস্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক শক্তির মাঝে ক্রমশ নিমজ্জিত হয়ে পড়ছি। খলীফা যখন বক্তব্য প্রদানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন মনে হল যেন কোন ফিরিশতা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বিনয় ও শিষ্টতা স্বচ্ছ জলধারার ন্যায় তাঁর সমগ্র সত্তা থেকে চুঁইয়ে পড়ছিল।

হুযুরের হলঘর থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমি ভেবেছিলাম তাঁকে প্রাণভরে দেখব। আর আমি যখন তাঁকে দেখতে শুরু করলাম, তখন আমি অনুভব করলাম যেন আমার মন বিগলিত হচ্ছে। প্রবল বেগে আমার চোখ থেকে অশ্রু নামতে শুরু করে। মনে হল যেন, আমার বন্ধ্যা জমিতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এসেছে। এমন অবস্থার অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। আমি অনুভব করছিলাম যেন সেখানে আমি ও খলীফা ছাড়া আর কেউ নেই।আর হুযুর আনোয়ার এর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে এবং তাঁর ভালবাসায় আমার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। আর ক্রমাগত অশ্রুধারা বয়ে চলেছে।

সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি এবছর যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার শেষ অধিবেশনে এবং এর পূর্বের দুই-তিনটি জলসার সমাপনী ভাষণে ইসলামে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করেছি, আজও এখানে সেই বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু বলব। এই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু কিছু অধিকারের বিষয়ে কুরআন ও হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে বর্ণনা করব। এই অধিকারগুলিই সুন্দর পথপ্রদর্শক নীতি যা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার নিশ্চয়তা দান করে। এর থেকে জানা যায় যে, ইসলামের শিক্ষা কিরূপ অনিন্দ্য সুন্দর যা সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর তার প্রাপ্য অধিকার পাইয়ে দেয়। ঋণ ও বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার সুরা বাকারার ২৮৩ নং আয়াতের তিলাওয়াত করে বলেন: এই একটি আয়াত যা ব্যাপক বিস্তারিত। এর অনুবাদ হল-

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তাহার প্রভু আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতাভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রী লোক (সাক্ষী থাকিবে) এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে।এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে;এবং লেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গাত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও;এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; বস্তুত: আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।'

(সুরা বাকারা: ২৮৩)

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি একটি বিশদ আদেশ এবং এই আদেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যার মাধ্যমে লেনদেন ভালভাবে হবে, বরং সমাজে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অনেক এমন বিষয় প্রকাশ্যে আসে যেগুলিতে এই সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না কিম্বা সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া হয় বা লেনদেনের হিসাব রক্ষককে লিখতে বাধা দেওয়া হয়। কিম্বা লেখাপড়াই হয় না, কোন চুক্তিই হয় না। ফলে পরবর্তীতে বিবাদের সূত্রপাত হয়। বর্তমান যুগের

আজকে মনে পড়ছে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। লেখাপড়া ও চুক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্ব এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দান করেছে যাতে বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই নির্বিঘ্নে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার বিষয়ে কতটা চিন্তিত থাকা উচিত সে সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বর্ণিত একটি হাদীসে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের মধ্যকার এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন,সেই ব্যক্তি বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চেয়েছিল। সে বলল, আমার কাছে কাউকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এস। যাতে তাকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি। সে বলল, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তি বলল, তবে জামিন হিসেবে কাউকে নিয়ে এস। সে বলল, জামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে বলল, তুমি সত্য বলেছ আর এভাবে সে তাকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'লার জামানত ও সাক্ষীতে ঋণ দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল সে সমুদ্র যাত্রা করে নিজের কাজ সম্পন্ন করে। এর পর সে জাহাজ সন্ধান করে যাতে সওয়ার হয়ে সেই মানে পৌঁছে যায় যেখানে যাওয়ার জন্য সে ঠিক করেছিল। অর্থাৎ সে যাতে ফিরে আসে এবং ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু সে কোন জাহাজ পায় না। অবশেষে সে এক

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 23 May, 2024 Issue No.21

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কাঠ নিয়ে সেটির মধ্যে গর্ত করে তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও তার বন্ধুর নামে একটি চিঠি লিখে রেখে দেয়। এরপর সেটির মুখ বন্ধ করে সমুদ্রের কাছে আসে। সে বলে হে আমার আল্লাহ্ তুমি জান যে আমি অমুক বন্ধুর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়েছিলাম, সে আমার কাছে জামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, জামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তোমার নাম শুনে সে সম্মত হয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কোন জাহাজ সন্ধান করার যাতে তার অর্থ তার কাছে পৌঁছে দিই। কিন্তু আমি এমনটি করতে পারি নি। এখন আমি এই সম্পদ তোমার সোপর্দ করছি। এইকথা বলে সে কাঠের টুকরোটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। সে (মনে মনে) বলল, এখন আর অন্য কোন উপায় নেই, তাই আল্লাহ্র উপরই ভরসা করি। আল্লাহ্র উপর ভরসার পরিণাম এই দাঁড়াল তা লক্ষ্য করুন। সে বাড়ি ফিরে আসে এবং তবুও জাহাজের সন্ধান করতে থাকে, যাতে সে দেশে ফিরে যেতে পারে। যে ব্যক্তি তাকে ঋণ দিয়েছিল, সে এই ভেবে বাইরে এল যে, দেখি তো কোন জাহাজে যদি আমার পণ্য বা অর্থ নিয়ে কেউ আসে। এরই মাঝে তার দৃষ্টি গেল এক টুকরো কাঠের উপর, যার মধ্যে অর্থ রক্ষিত ছিল। সে সেটিকে জ্বালানি কাঠ ভেবে বাড়ি নিয়ে যায়। কাঠটিকে যখন সে ফেড়ে ফেলল তখন সে স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি দুটিই পেল। এর কিছু দিন পর সেই ব্যক্তিও দেশে পৌছল যাকে সে ঋণ দিয়েছিল। সে এক হাজার দিনার নিজের সাথে নিয়ে আসে এবং বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি জাহাজের অনেক সন্ধান করেছি যাতে তোমার অর্থ তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি যে জাহাজে করে এসেছি তার আগে আমি কোন জাহাজ পাই নি। তখন ঋণ দাতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার জন্য কোন অর্থকড়ি পাঠিয়েছিলে? সে বলল, আমি তোমাকে বলছি যে, যে জাহাজে করে আমি এসেছি তার আগে কোন জাহাজ পাই নি। ঋণদাতা বলল, আল্লাহ্ তোমার পক্ষ থেকে সেই সম্পদ আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন যা তুমি কাঠের মধ্যে ভরে পাঠিয়েছিলে। তাই তুমি নিশ্চিন্তে এই হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে যাও।

এই সততা উভয় পক্ষ থেকেই আমরা দেখতে পাই। অতএব, এই ঈমানের এরূপ অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের চিন্তা যা একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থাকা উচিত। আর যার ঋণ পরিশোধ করার ছিল তার ঈমানী অবস্থাও অতীব উচ্চমানের ছিল। আল্লাহ্ তা'লা যখন ইতিপূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন, সেখানে প্রতারণা করে পুনরায় ঋণের অর্থ ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করে নি। এই সেই মান যা আমাদের উভয়ের মধ্যে থাকা উচিত আর এই মানের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারব এবং বয়আতের অঙ্গীকারের দাবি পূর্ণ করতে পারব। তাই যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং লেনদেন করে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া ইসলাম ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের শিথিলতা করে বা ঋণের অর্থ থেকে কিছুটা বাদ দিয়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তাকে কিয়ামত দিবসে আরশ এর নীচে স্থান দিবেন। সেই দিন আরশ এর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। একজন মোমেন যে কি না আরশের ছায়া সম্পর্কে চিন্তিত, তার জন্য এটি কত বড় জামানত। এই বিষয়গুলিই একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু অনেক বিষয় এমন আসে, বা এমন বিবাদের উৎপত্তি হয় যা যেখানে একে অপরকে প্রতারণা করা হয় বা অস্বীকার করা হয় বা দ্বিগুণ অর্থ আদায় করা হয় বা আদায় করার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য মুকাদ্দমা চলে। তাই আমাদের সমাজে এগুলো হওয়া উচিত নয়। আমাদের একটা সুন্দর এবং পবিত্র সমাজ হওয়া উচিত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) প্রায় ঋণগ্রস্ততা এবং পাপ থেকে খোদার আশ্রয় চাইতেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কেন ঋণগ্রস্ততা থেকে এত বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করেন? আঁ হযরত (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঋণী হবে সে মিথ্যা কথা বলবে আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। আঁ হযরত (সা.) এমন কোন কাজ করতে পারতেন না। তিনি তাঁর উম্মতকে এই উপদেশ দান করছেন যে, ঋণ নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিও না এবং ঋণ নেওয়ার সময়ও স্পষ্ট কথা বলে ঋণ গ্রহণ কর এবং নিজেদের উদ্দেশ্যও সৎ রাখ। অনেকে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক বেশি গড়িমসি করে এবং একের পর এক মিথ্যা বলে। অতএব, প্রত্যেক ঋণগ্রহীতারর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। ঋণ থেকে মুক্তি লাভ এবং দ্রুত ঋণ পরিশোধের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও একটি উপায়ের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা থাকলে আল্লাহ্ তা'লাও ঋণ থেকে মুক্তি লাভ এবং দ্রুত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ঋণের বিষয়ে দোয়ার আবেদন করে বলেন, আমার মাথায় অনেক ঋণ আছে। দোয়া করুন যাতে দ্রুত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। এখন অনেকে লেখে ঋণের জন্য দোয়া করতে। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলছেন, অনেক বেশি ইসতেগফার পাঠ কর। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের জন্য এটি একটি উপায়। এছাড়া ইসতেগফার হল সফলতার চাবিকাঠি।

নিজের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর মনোভাব কেমন ছিল? আঁ হযরত (সা.)এর কাছে একবার এক ইহুদী আসে যার কাছে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। সে এসে অত্যন্ত রুক্ষভাবে কথা বলতে শুরু করে, যদিও ঋণ পরিশেধের মেয়াদ তখনও পূর্ণ হয় নি, নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে এখনও হাতে সময় ছিল। তবুও তিনি তার কাছে ক্ষমা চান এবং এক সাহাবীকে অন্য কোন এক সাহাবীর কাছে পাঠিয়ে দেন তার কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়ে আসার জন্য। এবং এইভাবে সেই ইহুদীর ঋণ পরিশোধ করে দেন। সেই ইহুদী আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে যখন রুক্ষভাবে কথা বলছিল, তখন সাহাবাগণ সেই ইহুদীর উপর ভীষন রুষ্ট হন। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সেই ইহুদীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) বললেন ওকে কিছু বলো না, কেননা আমি তার কাছে ঋণী ছিলাম। আর আমার কাছে তার চাওয়ার অধিকার আছে। এই ঘটনাটি যে সময়ের তার বিবরণও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিয়েছেন। তিনি লেখেন, যে সময়কার এই ঘটনা তখন তিনি মদিনা ও তৎসংলগ্ন একাধিক অঞ্চলের বাদশাহ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর শাসন ছিল সেখানে আর প্রত্যেকেই একথা অনুধাবন করতে পারে যে, এমতাবস্থায় সেই ইহুদীর রুক্ষ আচরণ সহন করা আঁ হযরত (সা.)-এর কত বড় আত্মসম্মানের বিসর্জন দেওয়া ছিল। এর ফলে আঁ হযরত (সা.)-এর বিনয় ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সময়সীমা মেনে চলা এবং এর গুরুত্ব কি তা এই হাদীস থেকে অনুমান করা যায়। 'চাশত' (দিনের প্রথম প্রহর)-এর সময় লোকেরা কাঁধের করে এক ব্যক্তির জানাযা নিয়ে এল। মৃতের উত্তরাধিকারীরা আঁ হযরত (সা.)কে জানাযা পড়ানোর আবেদন করেন। আঁ হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের এই মৃতের কি কোন ঋণ আছে? তারা উত্তর দিল, কেবল দুই দিনার ঋণ আছে। তারা এত দরিদ্র ছিল যে, দুই দিনারও পরিশোধ করতে পারত না। হুযুর (সা.) নিজে জানাজা পড়াতে অস্বীকার করে বলেন, তোমরা নিজেরাই এর জানাযা পড়। আঁ হযরত (সা.) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়াতেন না। হযরত আলী (রা.) -এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, এই ব্যক্তি পাছে জানাযার নামায ও দোয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তাই তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্ রসুল! সেই দুই দিনার আমার পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব। আমি পরিশোধ করে দিব, মৃতকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। এরপর আঁ হযরত (সা.) তার জানাযা পড়ান। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন- জাযাকাল্লাহু খাইরান। আঁ হযরত (সা.) হযরত আলি (রা.) কে বললেন, জাযাকাল্লাহু খাইরান। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকেও ঋণ থেকে মুক্তি দান করুন যেভাবে তুমি তোমার ভাইকে মুক্তি দিয়েছ। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে নিজের ঋণের জন্য বন্ধক রাখা হয় আর যে ব্যক্তি কোন মৃতকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তাকে ঋণ থেকে মুক্তি দিবেন। এটাই হল (ঋণ পরিশোধের) গুরুত্ব)। এই সেই মানদণ্ড যা একজন মোমেনের মর্যাদাকে নির্দেশ করে। তার মধ্যে (অপরের) ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে সহানুভূতি এবং অপরের প্রতি সদয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir